স্বদেশের-হিতকথা।

বঙ্গমহিলা প্রণেতা

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত।

সাধিতে স্বদেশ-হিত কর প্রাণপণ।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥"

কলিকাতা

নং শাঁকারি টোলা লেন, উদ্বোধন যন্ত্রে

শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১২৯০ সাল।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নারায়ণ রায় অগ্রজ মহাশয়.

শ্রীচরণকমলেষু।

আমি জানি, মহাশয় কার্য্য বশত বিদেশীয়দের মনোরঞ্জনে বিব্রতথাকায় স্বদেশীয়দিগের কোনপ্রকার উপকার করিতে অবসর পান না, কিন্তু স্বদেশের জন্য মহাশয়ের প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে—স্বদেশীয়দের দুরবস্থার উপর যথার্থই মহাশয়ের সহানুভূতি আছে—তাই আজি মহাশয়ের চরণে আমার "স্বদেশের হিতকথা" অর্পণ করিলাম। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

কলিকাতা

২৮ শে পৌষ ১২৯০।

সেবক,

শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত

সূচীপত্র।

স্বদেশের হিতকথা।

বাঙ্গালি ও ইংরেজ।

নানা কারণে এক্ষণে আমরা কতকগুলি ইং-রেজের চক্ষুঃশূল হইয়াছি। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের হিংসা হইয়াছে। সচরাচর আপন অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়াই লোকের মনোমধ্যে হিংসার উদয় হইয়া থাকে তিনি সুখে থাকেন আমি থাকিতে পাই না,—তিনি সুখে আহার করেন আমার দিনান্তে অন্ন জুটে না,—তিনি সর্ব্বদা ভাল ভাল বেশ ভূষায় ভূষিত থাকেন—আমাকে মলিন বেশে দিনপাত করিতে হয়—এই সকল ভাবিলে মনে হিংসার উদয় হয়। আর এক কারণে, হিংসার উদয় হইতে পারে। পূর্ব্বে যাহাকে নীচ বলিয়া জানি-য়াছি, পূর্ব্বে যাহাকে দরিদ্র জ্ঞান করিয়াছি, আজি

যদি সে আমা অপেক্ষা ধনবান বা বিদ্যাবান হয়, আজি যদি সে এক জন মান্য গণ্য ব্যক্তি হয়—আমার নিকট পূর্ব্বের মত বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে আমার মনে হয়ত হিংসার উদয় এবং ক্রোধের সঞ্চার হইবে। যাহাতে তাহার মানের লাঘব হয়, ধনের ক্ষয় হয়, তাহার চেষ্টা হয়ত আমি করিব; এরূপ করা অনেক মনুষ্যের স্বভাব; এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই কতকগুলি ইংরেজ আজি কালি আমাদিগের হিংসা করিতেছেন। ইংরেজ আমাদিগকে এত কাল গোরু গাধা বলিয়া জানিতেন, সুতরাং এতকাল আমাদের সহিত গোরু গাধারন্যায় ব্যবহার করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি দয়ালু ইংরেজ ছিলেন, তাঁহারাই রাজ-কার্য্যে থাকিয়া কি প্রকারে ভারতবাসীর উপকার হইবে, কি প্রকারে ইহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইবে, ইহা চিন্তা করিতেন, এই শ্রেণীর ইংরেজেরাই স্কুল কলেজ আদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা এক্ষণে অতি বিরল।

প্রতিকূল ইংরেজ সম্প্রদায় এক্ষণে দেখি-তেছেন, যে ভারতবাসীর ক্রমে ক্রমে মোহনিদ্রা

ভাঙ্গিতেছে, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে, ইহাঁরা শনৈঃ শনৈঃ পদ বিক্ষেপে সামাজিক স্তম্ভের উচ্চতম সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালি ইংরেজকে দেবতা বলিয়াই জানিতেন, এক্ষণে উঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বে ইংরেজ দেখিলেই লোকে করপুটে সেলাম করিত এবং "হুজুর" "ধর্ম্মাবতার" প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির করিত না। এক্ষণে শিক্ষিত বাঙ্গালি আর ওরূপ শব্দ সকল প্রায় ব্যবহার করেন না—পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা এক্ষণে আর ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিয়া সেলামও করেন না। পূর্ব্বে বাঙ্গালি পেশকারী পাইয়াই তুষ্ট থাকিত, এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী বা মুন্সেফী পাইয়াও ইহাঁরা সন্তুষ্ট নহেন। সুতরাং যে সকল ইংরেজেরা এতদিন বাঙ্গালিদিগকে গোরু গাধা বলিয়া ভাবিতেন তাঁহারা এক্ষণে দেখিতেছেন, যে সেই গরু গাধারা মানুষ হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সংবাদ পত্র হইয়াছে, সভা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বক্তা হইয়াছে, বক্তৃতা হইতেছে, মনু[illegible] তাহারা প্রতিনিধি পর্য্যন্ত

পাঠাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে—পাছে তাঁহাদের বাঙ্গালিদিগকে গরু গাধা বলিবার অধিকার লোপ পায়। তাই বাঙ্গালির উপর তাঁহারা এত বিরূপ।

এই সকল ইংরেজেরা আরও দেখিতেছেন, যে বাঙ্গালিদের স্বদেশ শাসন ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইতেছে। বিলাতে রাজা নাম মাত্র; মন্ত্রী সভা সর্ব্বে সর্ব্বা; সেই মন্ত্রী সভা আবার প্রজাদিগের প্রতিনিধিতে পরিপূর্ণ সুতরাং প্রজারা এক হিসাবে স্বদেশ শাসন করিতেছে। বাঙ্গালি তাহাদিগের অনুকরণে স্বদেশ শাসন করিতে ইচ্ছুক। ইহারা এক এক স্থানের এক এক জন রাজপুরুষকে তথাকার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা জ্ঞান করিতে আর সম্মত নহে, এবং হ্যাট কোটধারী ব্যক্তি মাত্রকেই রাজা জ্ঞানে তাহার পদতল চুম্বন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক; সকল ইংরেজের প্রতি বাঙ্গালিদের ভক্তি নাই বটে, কিন্তু যিনি রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালি-দের ভক্তি আছে, এবং যিনি যখন এদেশের উপকার করিয়াছেন তিনিই তখন বাঙ্গালির

কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন——এ সকল কথা এই সকল ইংরেজে বুঝেন না। যাঁহারা বুঝেন না তাঁহাদেরই বাঙ্গালিদিগের উপর বিদ্বেষ।

বাঙ্গালি কতকগুলি ইংরেজের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালি ভিন্ন ইংরেজের এক দণ্ড চলে না। যেমন কেন বুদ্ধিমান ইংরেজ হউন না, কিছু দিন তাঁহাকে তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গালি বাবুর পরামর্শ মত কার্য্য করিতেই হয়। আজি যদি সমগ্র ভারতবর্ষে যত বাঙ্গালি আছেন, সকলে নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করেন, কালি ইংরেজকে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে হইবে, তাঁহাদের বল বুদ্ধি সমুদয় ফুরাইবে। দুঃখের কথা অনেক ইংরেজ ইহা বুঝেন না।

কোন কোন সাহেব বন্দুকে পাখী মারিয়া বনে বনে স্বীকার করিয়া স্বীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন; আর তাঁহার বাঙ্গালি বাবু অকাতরে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া যান। এই শ্রেণীর ইংরেজের সমুদায় কার্য্যই আমরা করিয়া দিই, তাঁহারা কেবল নাম সহি করিয়া বাহাদুরী লন।

পুলিশ ইনেস্পেক্টর দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, বনে বনে পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া, একটি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিলেন, রাষ্ট্র হইল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বড় উপযুক্ত—সাহেব হয়ত কম্পাউণ্ডের বাহির হন না, অষ্টপ্রহর পিয়ানো বাজান। এই সকল অপার ইংরেজকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এমন সুখ আর কোথায় পাইবেন? এরূপ প্রভুভক্ত জাতিই বা কোথায় পাইবেন? এরূপ অল্প বেতনে অকাতরে পরিশ্রম করে, গালি খাইয়া অবাধে সহ্য করে—এরূপ জাতি কোথায় পাইবেন?

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত করিয়াও বাঙ্গালি ইংরেজের মন পান না, বাঙ্গালির প্রতি তাঁহাদের দয়া হয় না। যাহাতে আমাদের কোন উপকার না হয়, কোন উন্নতি না হয়, যাহাতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারি, উচ্চপদ না পাই, কতকগুলি ইংরেজ প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, তাহার উপর অদ্ভুত অদ্ভুত আইন সকল প্রচলিত হইতেছে এবং বিধিমত প্রকারে আমাদের হস্ত মুখ বন্ধ করা হইতেছে। তবে, যেরূপ কোন একটি

বৃক্ষের সকল ফলগুলিই তিক্ত হয় না, সেইরূপ এই ইংরেজ-জাতি রূপ-বৃক্ষে গ্লাডষ্টোন, ফসেট, ব্রাইট ও রিপন রূপ অনেক মিষ্ট ফল আছে। তাঁহাদের সুমিষ্ট বচনরূপ মধুররস পান করিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে মন প্রাণ শীতল করি। যখন এদেশের অধিকাংশ ইংরেজরই আমরা চক্ষুঃশূল তখন আমাদের যে ইংরেজের সহিত মিলন হওয়া অসম্ভব ইহা নিশ্চয়। কিন্তু আজ কাল কতকগুলি লোকে একথা না বুঝিয়া ইংরেজের সহিত যাহাতে আমাদের মিলন হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত। আমরা তাঁহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ সন্দেহ করি। তাঁহারা যতই কেন চেষ্টা করুন না ইংরেজ জাতির সহিত এক্ষণে আমাদিগের মিলন হইবে না। কখনও কোন দেশে উচ্চে নীচে মিলন হইয়াছে কি না সন্দেহ। অধিক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের দেশেই অনুসন্ধান করিলে আমাদের কথা যে যথার্থ তাহা প্রমাণ হইবে। যাদু কলু রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একাসনে বসিতে চাহিলে পায় কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপবেশন করিয়া যে স্থানকে

পবিত্র করিয়াছেন, তাহার চতুঃসীমায় কলুর পুত্র পদক্ষেপ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ বক্র করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যান না কি? যদি বলেন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় ওরূপ হয় তাহা হইলে অন্য দৃষ্টান্ত দেখুন, জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার, আর নসিরাম ভট্টাচার্য্য প্রজা, এই উভয়ের মধ্যে কখন মিলন হয় কি? যদি না হয় তবে শত শত ইংরেজ রূপী জয়কৃষ্ণের সহিত শত শত বাঙ্গালি রূপী নসিরামের কিরূপে মিলন হইবে? তাঁহারা আমাদের সহিত একত্রে উপবেশন বা একত্রে পান ভোজন কেন করিবেন? অধিকাংশ ইংরেজই আপনাদিগকে জেতা ও আমাদিগকে জিত মনে করিয়া উভয়ের মধ্যে যাহাতে মিলন না হয় তাহার কামনা করিয়া থাকেন। তবে যে সকল ইংরেজেরা সুশিক্ষিত বিজ্ঞ ও কোমল স্বভাবযুক্ত তাঁহারা আমাদিগের সহিত বাহ্যিক ভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা তাহা নহেন, তাঁহারা অন্য প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। কেবল হস্ত মর্দ্দন বা মিষ্ট বাক্যে কথোপকথন করাকে আমরা

কখন মিলন বলি না—ইংরেজের সহিত আমাদের মনোমিলন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যত দিন ইং-রেজদিগের মনোমধ্যে বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন কোন মতেই আমাদের সহিত তাঁহাদের মনের মিল হইবে না। যতই কেন চেষ্টা করা যাউক না, সকল চেষ্টা বিফল হইবে।

আর চেষ্টা করিয়া মিলিত হওয়া কি সম্ভব? বোধ হয় না। কিসে আমরা ইংরেজের প্রিয় হইব, কিসে তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সকল বিষয়ে এক মত হইবে, উভয় জাতি উভয় জাতির দুঃখে কাতর এবং সুখে আনন্দিত হইবে ; এ বিষয় কতকগুলি লোক আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করেন। আমরা বোধ করি যে পরিমাণে তাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করেন, সেই পরিমাণে যদি ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এত দিন ঈশ্বরের সহিত নিশ্চয় মিলন হইত।

কোন্ গুণে মোহিত হইয়া ইংরেজগণ আমাদের সহিত মিলিত হইবেন? আমাদের মধ্যে একতা নাই, সভ্যতা নাই, সামাজিক কোন উন্নতিই

নাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু দৈহিক শক্তি, তাহাও নাই। যদি কেবল মাত্র আমাদের দৈহিক শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এক দিন হয়ত আমাদের সহিত ইংরেজের মিলন হইত। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালিকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করেন না, তাহার কারণ কেবল আমাদের দৈহিক শক্তির অভাব। বলবান ও সাহসী ব্যক্তিকে অনেকে ভাল বাসে এবং মনে মনে ভয় করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করে, কেন না তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আর যিনি দুর্ব্বল ও ভীরু তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করে না, তাহার অপমান করিতে কেহ ভীত হয় না—তিনি সাহসী ব্যক্তির উপহাসাস্পদ, প্রণয়াস্পদ নহেন—বঙ্গবাসীরা ইংরেজদিগের উপহাসাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদ নহে। সুতরাং যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, কেমন করিয়া তাহার সহিত মিলন হইবে? কেবল বাহুবল থাকিলেই যে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হওয়া যায় অন্য প্রকারে হওয়া যায় না, এরূপ নহে। কিন্তু বীর জাতি বীরত্ব যেরূপ ভাল বাসে সেরূপ

আর কিছুই ভাল বাসে না। তাহাদের চক্ষে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, সরলতা, এক দিকে আর বীরত্ব এক দিকে। ইংরেজ বীরশ্রেষ্ঠ জাতি আর আমরা দুর্ব্বল—আমাদের সহিত ইংরেজের মিলন অসম্ভব।

একটী সামান্য জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যের অবস্থা পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়,যে "জোর যার মলুক তার।" দুইটা কুকুর এক সঙ্গে খাইবার দ্রব্য পাইলে দুইয়ের মধ্যে যেটা অধিক বলবান সে অপরটাকে তাড়াইয়া দিয়া আপনিই সমস্ত খায়—এরূপ যখন সংসারের নিয়ম তখন আর বলবান দুর্ব্বলে মিলন করিবার চেষ্টা করা বৃথা। বাঙ্গালি ও ইংরেজ এক আর্য্য জাতি সম্ভুত বা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বীর পুরুষ ছিলেন, এই কারণ দেখাইয়া ইংরেজের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করা—বাতুলতা মাত্র। তাহাতে কেবল জন সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

আর চেষ্টা করিয়া ইংরেজের সহিত মিলিত হইবার প্রয়োজনই বা কি? যদি বাঙ্গালির কখন

বাহুবল হয়, তাহা হইলে তখন ইংরেজের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মিলন হইবে। তখন ইংরেজ আপনা হইতেই আমাদিগকে তাঁহাদের সমযোগ্য বোধ করিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিবেন, তখন আমাদিগকে ইংরেজের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইবে না। ইংরেজেরা ইচ্ছা করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন আমাদিগকে সেই চেষ্টা প্রতি নিয়ত করিতে হইবে।

কতকগুলি ইংরেজের সহিত আমাদের সদ্ভাব না থাকিলেও আমাদের মধ্যে যে রাজ ভক্তির অভাব নাই, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা আমরা বলিলে আমাদের রাজার মনে বিশ্বাস না হইতে পারে। সেই জন্য আমরা এক জন বহুদর্শী ইং-রেজের কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিব। রোপর লেথব্রিজ সাহেব অনেক দিন এ দেশে ছিলেন, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপাল, গ্রন্থকার ও প্রেস কমিশনর রূপে তিনি অনেক দিন এদেশে কাটা-ইয়া গিয়াছেন। কিছু কাল গত হইল তিনি বিলাতে কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে

করিতে আমাদের সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের লোকেরা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আপনাদের জননী জ্ঞান করে। আমি যখন রাজকর্ম্মচারীরূপে ভারতবর্ষে জীবন যাপন করি, সেই সময়ে আমি যে যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম সেই সেই স্থানেই ক[illegible]শীয় সুহৃদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি, যে ভারতবাসীরা তাহাদের পুরাতন বন্ধুত্ব কখন বিস্মৃত হয় না। তাহার প্রমাণ আমি প্রতি মেলেই পাইয়া থাকি। ভারতবাসীদিগের চরিত্র অবগত হইবার সুযোগ আমি যেরূপ পাইয়াছিলাম, সচরাচর সেরূপ সুযোগ সকলে পায় না। চিন্তাশীল ভদ্র বংশীয়দিগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠতা অধিক ছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি এইটিই বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াছি, যে তাঁহারা তাঁহাদের মহারাণীকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন। মহারাণীর কর্ম্মচারীরা ভ্রমপূর্ণ কোন কার্য্য করিলে, তাহাদিগের নিন্দা তাঁহারা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মহারাণীর প্রতি কখন সন্দেহ করেন না। তাঁহা-

২

দের বিশ্বাস যে মহারাণী তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, তাঁহাদের দুঃখে দয়া প্রকাশ করেন, তাঁহাদের আনন্দে আনন্দিত হন এবং তাঁহাদের সকল বিষয়েই যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ হেন ভারতবাসীদিগের সহিত আমাদের মিলিত হওয়া উচিত। আর সেই মিলনে যে রাজ্যের কত সুমঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি এই মিলন না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার সহানুভূতি রাখিতে চাহিবেন না। কিন্তু আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, উভয় জাতির মধ্যে অবশ্যই মিলন হইবে, কারণ আমার বিশ্বাস ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এই প্রকার মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।”

এই স্থানে কিন্তু আমরা লেথব্রিজ সাহেবের কথার প্রতিবাদ করি—ভারতবাসীরা যদিও ইংরেজ জাতির সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু ইংরেজ জাতি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক নহেন। লেথব্রিজ সাহেবের ন্যায় কয়জন ইংরেজ আছেন বলিতে পারা যায় না। যদি দু দশ জন থাকেন, তবে সে বিলাতে। ভারতবর্ষের

ইংরেজেরা এদেশবাসীদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসেন; তাহা না বাসিলে এত দিন কোন্ কালে ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের মিলন হইয়া যাইত।

আমাদের রাজভক্তির বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিবার নিমিত্ত লেথব্রিজ সাহেব এক খানি দেশীয় সংবাদ পত্রের খানিকটা পাঠ করিয়া শ্রোতাদিগকে শুনাইয়াছেন; উক্ত সংবাদপত্রে মহারাণীর প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখান হইয়াছে। সংবাদ পত্রের ঐ অংশ শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া সাহেব বলিয়াছেন—"ভারতের ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করিলে ভারতবাসীর রাজভক্তির ভূয়ো ভূয়ো উদাহরণ পাওয়া যাইবে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ও তাঁহার ভ্রাতা ভারতবর্ষে যেরূপ আদর পাইয়াছিলেন, এরূপ আদর সমুদায় ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে পান নাই। মহারাণী বিক্টোরিয়ার কার্য্যাদির প্রতি ভারতবাসী যেরূপ দৃষ্টি রাখেন, এমন আর ব্রিটিশ রাজ্যের কোন জাতি রাখেন না। ভারতবাসী তাহাদের দুঃখের সময় মহারাণীর মিষ্ট-বচন-পূর্ণ-বাক্য-শ্রবণে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে,

এমন আর কোন জাতি করে না। বোধ হয় সকলেরই মনে আছে দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষের সময় মহারাণী প্রজাদিগের দুঃখে যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তথাকার অধিবাসীরা কিরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। এমন রাজ-ভক্ত জাতির সহিত কি আমাদের মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে? অনেকে মনে করিবেন। দুই জাতির মধ্যে আচার ব্যবহারের রীতি নীতিতে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহাতে এই প্রকার মিলন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা সকলেই তো জানি যে স্যাক্সন ইংরেজ ও কেলটিক ওয়েলস—এই দুই জাতির মধ্যেও ঐরূপ প্রভেদ ছিল—ইতিহাস বলিয়া দিতেছে কিরূপে ঐ দুই জাতির মধ্যে মিলন হইল।”

লেথব্রিজ সাহেবের কথা গুলি অতি মধুর; পড়িতে পড়িতে মনমোহিত হইয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় যে ওরূপ বক্তৃতায় আমাদের বড় বিশেষ লাভ নাই। তবে এই একটা কথা যে ঐরূপ দুই চারিটা বক্তৃতা দুই চারি জন ইংরেজের মুখ হইতে বাহির হইলে হিংসান্বিত ইং-

রেজ সম্প্রদায় আর আমাদিগকে রাজভক্তি হীন বলিয়া সদাশয় ইংরেজের মনে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইতে পারিবেন না। আর যিনি আমাদের রাজা, তাঁহার প্রতি আমাদের মনে কোন কালে অভক্তির উদয় হয় না, ইহা তিনি জানিলে আমাদিগকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিবেন। এবং তাহা হইলেই প্রতিকূল ইংরেজ কুলের গালে চূণ কালি পড়িবে।

দেশের অভাব দূর করিতে হইলে আর ইংরেজের উপর নির্ভর করা উচিত নহে।

দেশের লোকের অভাব, দুঃখ, দূর করিতে হইলে আর ইংরেজ বাহাদুরের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না,—যত দিন আমাদের দেশের লোকের মনে এই বিশ্বাস না হইতেছে তত দিন আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। আমাদের অবস্থার উন্নতি, বিদ্যার উন্নতি, ধনের উন্নতি, মানের বৃদ্ধি এ সমুদয় এক্ষণে আমাদের আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। ইংরেজ বাহাদুর আমাদের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার বেশী আর কিছু করিবেন না, একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন বরং এরূপ আশঙ্কাও অনেকে করেন যে এক সময়ে ইংরেজ বাহাদুর এদেশে যাহা কিছু গড়িয়াছেন এক্ষণে হয়ত তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন; ইহার পরি-

চয় আজ কাল ইংরেজ বাহাদুরের সমুদয় কার্য্যেই পাওয়া যাইতেছে। শিক্ষাবিভাগে টানাটানি, পূর্ত্ত-বিভাগে বাঁধাবাঁধি, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আঁটা-আঁটি, দেখিয়া কোন ব্যক্তি আর ইংরেজ বাহা-দুরের নিকট উপকার প্রত্যাশা করিতে পারেন? আর প্রত্যাশা করিয়া প্রয়োজন? কোন্ কার্য্য আমা-দের দ্বারা সাধিত না হইতে পারে? আমাদের-কোন অভাব আমরা দূর করিতে না পারি? এক শিক্ষাবিভাগের কথা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। যাহারা মনে করেন, গবর্ণমেণ্ট কলেজ উঠিয়া গেলে উচ্চ শিক্ষা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে, আমরা তাঁহাদের সহিত কোন ক্রমে এক মত হইতে পারি না। তবে এক্ষণে আমাদের দেশে স্বাধীন বিদ্যালয় সকলের সংখ্যা খুব অল্প, ইহাই যাহা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বিদ্যা মন্দিরে উঠিবার নিমিত্ত যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে ভরসা হইয়াছে, যে ইংরেজ বাহাদুর তাঁহার নির্ম্মিত পথ বন্ধ করিলেও আমাদিগকে একেবারে পথ হারা হইতে হইবে না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির নির্ম্মিত পথ

এখনও প্রশস্ত করা হয় নাই—যখন আমাদের দেশের প্রত্যেক জেলায় দেশীয় লোকের অর্থে স্থাপিত, দেশীয় অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত, কলেজ হইবে, তখন আমরা বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীন হইব। তখন আর লাহোর কলেজ উঠিয়া যাওয়ায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, বা আসামে ইংরেজ বাহাদুর বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ না দেওয়ায় রোষ প্রকাশ করিব না।

কেবল বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে কেন—আর কোন বিষয়েই আমাদের ইংরেজ বাহাদুরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। আজি কয়েক বৎসর হইল ইংরেজ বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহ সম্বন্ধে যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে এ প্রকার চিকিৎসাতে অর্থ ব্যয় করিতে আর তাঁহাদের তত ইচ্ছা নাই। তবে একেবারে চিকিৎসালয়গুলি উঠাইয়া দিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হইবে,এই ভয়ে বোধ হয় উঠাইয়া দিতে পারিতেছেন না—পাছে জর্ম্মনি হাঁসে, রুস টিট্‌কারী দেয় —এই আশঙ্কায় এমন একটা কার্য্য হঠাৎ করিয়া

উঠিতে পারিতেছেন না। আজি কালি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভাল ঔষধ প্রেরিত হয় না বলিয়া অনেক গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারকে দুঃখ করিতে শুনা যায়। এক্ষণে দেশ মধ্যে যে প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে ভাল ঔষধ না থাকিলে দাতব্য চিকিৎসালয় দ্বারা আর আমাদের দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই— এরূপ অবস্থায় আমাদিগের আর ইংরেজ বাহাদুরের মুখপানে চাহিয়া থাকিলে চলিতেছে কৈ? আমাদের দেশের ধনী মহাশয়েরা প্রত্যেক জেলায় এক একটি ঔষধালয় স্থাপন করুন; তাহার সহিত যেন ইংরেজ বাহাদুরের কোন সংশ্রব না থাকে— কোন ইংরেজ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহে তাহার জীবন রক্ষা, নিগ্রহে তাহার মৃত্যু—যেন না হয়। দেশস্থ মান্য গণ্য চিকিৎসকগণকে এই সকল চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত করুন। এই রূপ কার্য্যে ধনী লোকদিগের ইহকালে অনন্ত যশ লাভ এবং পরকালে পরম লোক প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যেরূপ দেশ মধ্যে দুই চারিটী স্বাধীন বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষালাভ সম্বন্ধে আমরা কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত
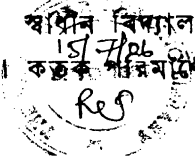
হইয়াছি, সেই রূপ কতকগুলি স্বাধীন দাতব্য চিকিৎসালয় হইলে আমরা অনেকটা এ বিষয়েও স্বাধীন হইতে পারিব।

বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম আজি কালি ইংরেজ বাহাদুরের শত শত কার্য্যে তাহা বলিতে পারা যায়, কিন্তু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে যে আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে না এবং দেশের লোকেরা মনে করিলে আপনাদের মঙ্গল আপনারাই করিতে পারেন—তাহাই দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। ভরসা করি, দেশের লোকেরা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অবহেলা করিবেন না।

ইংরেজের সুখ্যাতি ও বাঙ্গালির নিন্দা।

কতকগুলি সুশিক্ষিত বাঙ্গালির মধ্যে স্বজাতির নিন্দা ও ইংরেজের সুখ্যাতি করা একটা বিষম রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইংরেজ দ্রুত চালিত রেলগাড়ি হইতে সলম্ফে নামিতে পারেন—বাঙ্গালি ছেকড়া গাড়ির ঘোড়াগুলা সম্পূর্ণ না থামিলে গাড়ি হইতে নামিতে চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছিত হন। ইংরেজ ঘোড়ায় চড়িয়া অনায়াসে গিরি উল্লঙ্ঘন বা নদী পার হইতে পারেন—বাঙ্গালির ঘোড়া একটু দৌড়িলেই বাঙ্গালি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘোড়ার গলা সাপটীয়া ধরেন—ইংরেজ ও বাঙ্গালির বল এবং সাহসের এই রূপ আন্দোলন ইংরেজের এদেশে পদার্পণ করার সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মধ্যে সম-ভাবে চলিতেছে।

তার পর ইংরেজ ও বাঙ্গালির ভাষা। ইং-

রাজিতে অভিজ্ঞ ও বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞ অনেকগুলি যুবকের নিকট ইংরাজী ভাষার সুখ্যাতি এবং বাঙ্গালা ভাষার অখ্যাতি ভিন্ন কিছুই শুনিবার যো নাই। বর্ক ও মেকলের পুস্তকের ন্যায় কয়খান পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আছে?—লাউয়েলের ন্যায় কয়জন বাঙ্গালি লিখিতে পারেন—যেখানে ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা উঠে, সেইখানেই প্রায় ঘাড় বাঁকাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া ইংরেজ নবাশ বাঙ্গালিকে এই রূপ সতেজ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অল্প পুঁজি সুতরাং ভাত বাঙ্গালাজ্ঞকে নির্ব্বাক করিতে আমরা দেখিয়াছি। তবে ক্বচিৎ কেহ কখন কোন ইংরাজী বাগীশকে “মহাশয় বাঙ্গালা কতদূর পড়িয়াছেন”, জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মুখের বর্ণের বিবর্ণত্ব সম্পাদন করিয়াছেন ইহাও আমরা জানি—কিন্তু সেরূপ ঘটনা খুব অল্পই ঘটে।

ইংরেজ ও বাঙ্গালির পরিচ্ছদের সমালোচনা করিতেও বাঙ্গালি ছাড়েন্ না। ইংরেজ পেণ্টুলেন পরেন, তাহাতে রং দেখা যায় না—শরীর আঁটা থাকে। বাঙ্গালির ঢিলে ধুতি বাতাসে উড়িয়া যায়। বাঙ্গালির মেয়েরা যে কাপড় পরে তাহা

পরিয়া কোন সভ্য দেশের মেয়েরা কি পুরুষের সাক্ষাতে বাহির হইতে পারে? অতএব ইংরেজের পোষাকই ভাল এবং বাঙ্গালির পোষাক অব্যবহার্য্য।

ইংরেজের আচার ব্যবহার ও নব্য বঙ্গ সন্তানের নিকট অতি উৎকৃষ্ট এবং তাহার তুলনায় বঙ্গবাসীর আচার ব্যবহার নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালি কোন লোক বাটীতে আসিলেই তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন, হয়ত তাহার বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, সুখ দুঃখের সংবাদ লয়েন ইহা নব্য বঙ্গ সন্তানের সহ্য হয় না—তুমি বলিবে, বাঙ্গালি অত্যন্ত মিশুক, তাই বাঙ্গালি দুই দণ্ডের মধ্যেই এক জন পরকে, আপনার করিয়া লয়—তুমি মূর্খ, তুমি সভ্য জাতির আচার ব্যবহার কিছুই জান না। এক জন ইংরেজ অপর এক জন ইংরেজের সহিত দুই ঘণ্টা নানা বিষয়ে কথোপকথন করিলেন—গাছ, পালা, জল, বায়ু, সম্বন্ধে কত কথা হইল, শেষে দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেলেন—কিন্তু কেহ কাহারও পরিচয় পাইলেন না—লইলেন না। ইহারই নাম যথার্থ

সভ্য ব্যবহার। এমন ব্যবহারের জন্য ইংরেজ সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? তুমি অত্যন্ত দায়ে পড়িয়াছ, আমি তোমাকে সেই দায় হইতে উদ্ধার করিলাম; তুমি ছল ছল নেত্রে আমাকে বলিলে—মহাশয় আমার যে উপকার করিলেন তাহা পিতায় করেন কি না সন্দেহ—বলিতে বলিতে হয়ত তোমার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জলও পড়িল কিন্তু নব্য সভ্য সম্প্রদায়ের চক্ষে ইহাতে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল না —তুমি তো "ধন্যবাদ" মহাশয় বলিলে না।

আহারের জন্যও ইংরেজের সুখ্যাতি হইয়া থাকে—ইংরেজ যাহা ভোজন করেন, তাহাতে শরীরে সামর্থ হয়, আর ভোজনের দোষেই বাঙ্গালির এই দুর্গতি—শরীরে বল নাই, স্ফূর্ত্তি নাই। অতএব কর বাঙ্গালির খাদ্য দ্রব্যের নিন্দা আর ইংরেজের খাদ্য দ্রব্যের সুখ্যাতি।

ইংরেজের সুখ্যাতির অনেক বিষয় আছে, সুতরাং ইংরেজের সুখ্যাতি করিলে কাহারও তাহাতে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে না। বাঙ্গালির নিন্দার বিষয় ও অনেক আছে, এমত অবস্থায়

বাঙ্গালির নিন্দা করিলে তাহাতেই বা আপত্তি হইবে কেন? তবে কথা হইতেছে এই যে, এতকাল যে, বাঙ্গালি বাঙ্গালির নিন্দা করিয়া আসিলেন, আর ইংরেজের সুখ্যাতি করিলেন, তাহাতে ফল কি হইল? ইংরেজের গুণ ইংরেজেই আছে আর বাঙ্গালির দোষ বাঙ্গালিতেই বর্ত্তমান—বাঙ্গালি আপনাকে ধিক্কার দিয়া আপনার দোষ পরিহারপূর্ব্বক ইংরেজের গুণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার কারণ স্বদেশ নিন্দুক বাঙ্গালি কেবল স্বজাতির নিন্দা করিতেই পটু কিন্তু ভিন্ন জাতির গুণ গ্রহণে নিতান্ত অসমর্থ ও অসাহসী।

ইংরেজের আর কোন গুণ বাঙ্গালি গ্রহণ করিতে না পারিয়াও যদি একটি মাত্র গুণ বাঙ্গালি গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা যথার্থই সুখী হইতাম,—ইংরেজ প্রাণান্তেও স্বজাতির নিন্দা করেন না,—এক জন সুশিক্ষিত সিবিলিয়ান হইতে অশিক্ষিত গোরা পর্য্যন্ত কেহ কোন মতে স্বীকার করিবে না যে, তাহার স্বজাতির কোন প্রকার দোষ আছে। বাঙ্গালি ইংরেজের নিকট এই স্বজাতি প্রেম শিক্ষা করিতে পারেন নাই।

বলিতে কি, আজি কালি অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি স্বজাতির নিন্দার এত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, যে তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়, স্বজাতির মঙ্গল কামনায় যদি ইঁহারা স্বজাতির নিন্দা না করিয়া স্বজাতিকে তিরস্কার করিতে শিখিতেন, বা পারিতেন তাহা হইলে আমরা ইঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইতাম; জানিতাম, ইঁহাদের দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল হইবে। কিন্তু, সে শিক্ষা ইঁহাদের হয় নাই—সুতরাং সে ক্ষমতাও ইঁহাদের নাই। ইঁহারা অনর্থক স্বজাতির গ্লানি করিয়া দুর্ম্মূল্য সময়ের দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই আত্মাদর আছে। সুশিক্ষিত নব্য বাঙ্গালি সেই আত্মাদরের হ্রাস সম্পাদন করিতে এত চেষ্টিত কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—ইহা কি অধঃপতিত জাতির লক্ষণ? অহঃরহ স্বদেশের স্বজাতির আচার ব্যবহারের ও অন্যান্য কার্য্য কলাপের নিন্দা করায় একটা বিষময় ফল এই যে, ইহাতে আত্মগৌরব হারাইয়া কেবল আপনাদের মধ্যেই আপনাকে আপনি হেয় জ্ঞান করি—মনে হয় বুঝি

আমরা জগতের সমুদায় জাতি অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, নগণ্য, বুঝি আমরা কোন কালে পৃথিবীর কোন কার্য্যেই লাগিব না, বুঝি আমাদিগকে চিরকালই এই সংসারে হেয় হইয়া থাকিতে হইবে—এই জ্ঞান উন্নতির প্রতিরোধক। তাহাতেই আমরা আমাদের স্বদেশীয় যুবক বৃন্দকে সবিনয়ে বলি, তাঁহারা আর যেন স্বজাতির নিন্দায় সময় পাত না করেন এবং বিদেশী বিধর্ম্মীর শত মুখে গুণ গান করিয়া আপনাদের অসারত্বের পরিচয় না দেন। যাহাতে স্বজাতির উন্নতি হয় সে চেষ্টা তাঁহারা প্রাণ-পণে করুন—লোকের দেহে বল না থাকে যাহাতে বল বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করুন—ভাষায় ভাল পুস্তক না থাকে ভাল পুস্তক লিখিতে চেষ্টা করুন,—এই রূপ যে কোন অভাব আমাদের আছে বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইবে, তাহাই দূর করিতে চেষ্টা করুন। তাহা না করিয়া অলসের ন্যায় বৃথা বাক্য ব্যয় করিলে তাঁহাদের কিছু মাত্র গৌরব বৃদ্ধি হইবে না, ইহা তাহাদের জানা নিতান্ত আবশ্যক।

ইংরেজ ভক্তি।

কতকগুলি লোকে বলে, যে বাঙ্গালিকে যে ইংরেজের দোষ সকলের অনুকরণকারী বলিয়া নিন্দা করা যায় সেটা নিতান্ত অন্যায়—বাস্তবিক এদেশস্থ ইংরেজদের এমন কোন বিশেষ গুণ নাই, যে তাহার অনুকরণ করা যায়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলে যে, এদেশের ইংরেজদিগকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ ইংরেজই সুচারুরূপে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন না, তাঁহারা সময়ে আফিসে আসেন না আফিসে আসিয়া অনেক সময় নিজের খাস গরজি চিঠি লেখেন, উকিলের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়েন, কর্ম্মচারীরা যা করিতে বলে প্রায় তাহাই করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যে সকল কার্য্যের বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলেন সে সকল কার্য্যও তাঁহারা পরের দ্বারা অনুসন্ধান করা-ইয়া লন। এই সকল ইংরেজের নিকট কি বাঙ্গালি

কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে শিখিবে ?—না ইঁহাদের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে ?

উল্লিখিত সম্প্রদায় আরও বলে যে, এদেশের ইংরেজদিগকে সত্যবাদীও বলা যায় না—যেহেতু ইঁহারা এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিনিয়ত যে সকল রিপোর্ট লিখিয়া থাকেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ রিপোর্টই মিথ্যা কথায় পূর্ণ। যখন ইঁহারা ঘটনা পরম্পারায় সামঞ্জস্য করিতে না পারেন তখন যাহা মনে আইসে তাহাই রিপোর্টে লিখিয়া থাকেন। ইঁহারা রিপোর্ট লিখিবার সময়, সময়ে সময়ে সত্য ঘটনার গোপন করেন যে সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইবে এরূপ মনে হয় তাহার উল্লেখ মাত্রও ইহারা করেন না—এই দলের ইংরেজদিগের উদাহরণ স্বরূপ এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় ষ্ট্রাচী ও সার জর্জ্জ কুপারের নাম করে।

এই সম্প্রদায়ের নিকট এদেশের ইংরেজদের আরও একটি মহৎ দোষের কথা শুনা যায়। ইহাদের মতে এদেশের ইংরেজেরা বড় কৃতঘ্ন ইহারা কখন দেশীয়দের নিকট উপকার পাইয়া

সহজে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করে না। সেরেস্তা দার বাবু সেরেস্তার কার্য্য ছাড়া জজ সাহেবের প্রায় সমুদয় কার্য্যই করিয়া দেন,—তাঁহার হইয়া আসামী, ফরিয়াদি, সাক্ষীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; কেরাণী বাবু মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের নকল করা দূরে থাকুক তাহার মুসবিদা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে লিখিয়া দেন, কিন্তু তথাপি জজ বা মাজিষ্ট্রেট কখন স্বীকার করেন না যে তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট তাঁহারা কোন প্রকার উপকার পাইয়া থাকেন। এদেশের ইংরেজদিগের মধ্যে অনেকেই যে কেবল সহি করিয়া বেতন লয়েন একথা কোন্ ইংরেজ না জানেন? কিন্তু এক জনকেও এই কথা স্বীকার করাও দেখি? সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিবেন যে আমরাই সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকি, এত অল্প বেতনে এত বেশী কার্য্য করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—দেশীয়রা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খল মত করিতে পারে না।

অল্পবুদ্ধি এই দলের লোকেরা এদেশস্থ ইংরেজদিগের আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের

উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে যে ইং-রেজ সর্ব্বদা চাবুক হস্ত,—যাঁহার কঠোর আইনের জ্বালায় দেশ শুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত—তাঁহাকে কিরূপে দয়ালু বলা যায়? যিনি একটু সামান্য ত্রুটী হইলে ক্রোধান্ধ হইয়া এক ধামা কাগজ কেরাণীর মাথায় ছুড়িয়া মারেন—তিনি কিরূপে অক্রোধী হইতে পারেন? যিনি ধর্ম্মোদ্দেশে প্রকাশ্য রাজপথে গমনকারী সংকীর্ত্তন দলের ভদ্র-লোকদিশকে পোলিশ লাইনে দিতে চাহেন—তিনি কিরূপে শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিত হইতে পারেন? যে ইংরেজ অধানস্থ কর্ম্মচারী মোকদ্দমা বিশেষে তাঁহার মনোমত রায় দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাকে "বজ্জাত" শব্দে অভি-হিত করেন—কিরূপে তিনি নিরপেক্ষ লোকের আদর্শ স্থানীয় হইবার যোগ্য? অতএব এদেশস্থ ইংরেজদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রায় কোন গুণ নাই। কিন্তু মনুষ্য বড় অনুকরণ প্রিয় —বিশেষ বাঙ্গালি জাতি। সুতরাং অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালি জাতি যদি ইংরেজের কোন গুণ দেখিতে না পাইয়া তাঁহার দোষের অনুকরণ

করিয়া থাকে তবে তন্নিমিত্ত বাঙ্গালির নিন্দা কেন ?

আমরা এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতে মত দিতে পারি না। ইংরেজ আমাদের রাজা সুতরাং ইংরেজের নিন্দা আমাদের সহ্য হয় না। যদিই ইংরেজকৃত কার্য্যে আমাদের কখন কোন প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহা আমাদের অদৃ-ষ্টের দোষে ; তজ্জন্য ইংরেজেয় উপর আমাদের যে ভক্তি আছে তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হওয়া অনুচিত।

দান করিয়া সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্তির আশা করা ভাল নয়।

দানের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন এ কথা কতকগুলি বঙ্গবাসী প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে সকল লোকেই ধর্ম্মলাভ আশায় নানাপ্রকার সৎকার্য্য করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের খ্যাতিও হইত। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কেবল নাম কিনিবার জন্যই কতকগুলি লোক সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। আজি কালি এই সকল সৎকার্য্যের সহিত স্বার্থের এরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে যে কার্য্য গুলি সৎ হইলেও সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তাকে সৎ বলিতে অনেকের ইচ্ছা হয় না।

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ইংরেজকে না জানাইয়া একটী পয়সা ন্যয় করাও পাপমনে করেন সুতরাং ইংরেজ বাহাদুরের নিকট ইঁহাদের

ঘোর সম্মান। ইহারা পুস্তকালয় স্থাপন করেন নাম দেন বিডেন লাইব্রেরি। স্কুল স্থাপন করেন নাম দেন হোয়াইট স্কুল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নাম দেন বডম তালাও। গঞ্জ স্থাপন করেন নাম রাখেন ড্যালটন গঞ্জ। এই রূপে ইঁহারা সৎকার্য্য করিয়া পিতৃ পিতামহের নাম চির স্মরণীয় না করিয়া ইংরেজের নাম চরিস্মরণীয় করেন। মনে করিও না যে, এরূপ ত্যাগ স্বীকারে ইঁহাদের কোন স্বার্থ থাকে না—ছেলেকে ডেপুটি করা, স্বয়ং রায় বাহাদুর বা রাজা বাহাদুর হওয়া প্রভৃতি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইঁহারা এই ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই এই শ্রেণীর কি সুশিক্ষিত ধন কুবের আর কি অশিক্ষিত ক্রোড়পতি সকলেই—কি প্রকার সৎকার্য্য করিলে ইংরেজ তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়াই আকুল। আপনার জমিদারীর মধ্যে সহস্র সহস্র প্রজা অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই। দলে দলে গরীব, দুঃখী আসিয়া আপনাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব জানাইতেছে দৃক্‌পাত নাই; কেবল এক মনে এক ধ্যানে ইংরেজের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সৎকার্য

করিতে ইঁহারা রত। কাঁচা পথ দিয়া মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের গাড়ী চলে না, দাও রাস্তাটা পাকা করিয়া। লিবারপুলের বণিকদের এবার ব্যবসাতে বড় একটা লাভ হয় নাই, দাও পাঁচ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া।

আমরা আজি এই প্রস্তাবে বাঙ্গালিকে এই কুপথ হইতে সুপথে আসিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অনেকে হয় ত বলিবেন আমরা আমাদের পক্ষে কোনটি কুপথ আর কোনটি সুপথ তাহা বিলক্ষণ বুঝি, অন্যের নিকট সে বিষয়ের পরামর্শ লইতে হইবে না। এই সকল লোককে আমরা কিছু বলিব না। যাঁহারা স্থির চিত্তে আমাদের কথা শুনিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয়ে নিবেদন, যে, তাঁহারা যেন আর সৎকর্ম্মের সাধু উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ইহার সহিত নীচ স্বার্থ-পরতার যোগ না করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা যে সৎকার্য্য করিতেছেন তাহাতে যে দেশের কোন উপকার হইতেছে না,এ কথা আমরা বলি না। বরং তাঁহাদের সৎকার্য্যের দ্বারা সামাজিক নানা প্রকার উন্নতি হইতেছে, ইহা স্বীকার

করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমরা চাই যে, আমাদের দেশের লোকেরা আপনাদের সৎকার্য্যের সহিত আর কোন প্রকার ইংরেজ প্রসাদ প্রাপ্তির আশা না রাখেন এবং পারলৌকিক হিত চিন্তা করিয়া দেশের,—লোকের,—সমাজের, যথার্থ অভাব দূর করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করেন। আশা করি, যাঁহারা আমাদের কথায় মন দিবেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আমাদের কথা সঙ্গত কি না।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র।

বাঙ্গালি যেরূপ মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে জগতে কোন জাতি সে প্রকার করে কিনা সন্দেহ। বিশেষত কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীরা বাঙ্গলাকে ভাষা বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। যখন ভাষার প্রতিই অনাদর তখন এই ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের প্রতি যে অনাদর হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। বাস্তবিকই আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাবুদের অধিকাংশই বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পাঠ অপেক্ষা অন্য কোন কর্ম্ম হীনতর বোধ করেন না, সেই জন্য কোন সংবাদ পত্রের সমুদায় অংশ ইঁহারা কখন পাঠ করেন না। কোন কোন বাবু নামের জন্য দুই চারিখানি বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উক্ত সংবাদ পত্র সকল তাঁহাদের বাটীস্থ ছেলেরা বা ছেলেদের মাষ্টারেরাই পাঠ করিয়া থাকেন; এই সকল বাবুদের সংবাদ পত্রের প্রতি এতদূর আদর যে কোন কোন সংবাদ

পত্রের মোড়ক খানি পর্য্যন্ত খোলা হয় না—ইহাতে আমাদের গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই সকল বাবুদিগের বঙ্গ ভাষায় এতদূর অবজ্ঞা প্রকাশ করার প্রধান কারণ তাঁহাদের উহাতে অনভিজ্ঞতা। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুই ছত্র বাঙ্গলা লিখিতে বিষম বিপদ অনুভব করেন সুতরাং উহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখেন না।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় ইংরাজি সংবাদ পত্রে বাবুদের তাহা সম্পূর্ণ ন্যায় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সব ডিবিজনের ডেপুটী বাবু ষ্টেটস্‌ম্যান পাঠ করিয়া উকিল বাবুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহাশয় শুনেছেন, আমাদের লাট সাহেবের কাণের নীচে একটা বৃহৎ তিল আছে।" উকিল বাবু চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন, "বটে!" তখনই উকিল মহলে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। তিলটি কি রমক অবস্থায় ঠিক কোন্ স্থানে আছে, তাহার বর্ণ লাল (ইংরেজের তিল) কি কাল কি শ্বেত কি তিনই মিশ্রিত ইত্যাদি বিষয়ের আন্দো-

লন হইয়া তিলকে তাল করত রাত্রি দশটার সময়, সকলের উত্তমরূপ ক্ষুধা হইলে, স্থির হইল ষ্টেটস্‌-ম্যান কাগজ খানি উত্তম তাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকে। কিন্তু যদি উল্লিখিত সংবাদের মত কোন একটী সংবাদ কোন বাঙ্গলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও সম্পাদকের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কৃতবিদ্য কোন বাবুর চক্ষে পড়ে, তবে তিনি তৎ-ক্ষণাৎ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলেন "বাঙ্গলা খবরের কাগজ গুলার তো আর কোন কাজ নাই, কোথায় কার তিল আছে, কার কয়টা দাঁত নাই প্রভৃতি বাজে কথা লিখে কাগজ পূর্ণ করে।" তাই বলিতে ছিলাম ইংরাজি কাগজে যাহা ন্যায়, বাঙ্গলা কাগজে তাহা অন্যায় বলিয়া নব্য বাবু-দিগের বোধ হইয়া থাকে—বাঙ্গলা ভাষায় তাচ্ছিল্য ভিন্ন ইহার অন্য কারণ কি হইতে পারে?

কৃতবিদ্য লোকদিগের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অবজ্ঞা করার এক প্রধান দূষিত ফল এই যে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত লোকে-রাও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রকে হেয় জ্ঞান করে। এমন কি যাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেন

না, তাঁহাদিগের নিকটও এই সকল কাগজের বড় একটা আদর থাকে না। গ্রামের বড় বাবু যাহা করেন অন্যান্য লোকেরা তাহাই উৎকৃষ্ট মনে করে। বাবু কুক্কুর পোসেন—লোকে ভাবে কুক্কুর পোষা ভাল; বাবু গরম জলে স্নান করেন—লোকের বিশ্বাস গরম জলে স্নান করিলে শরীর ভাল থাকে। বড় বাবু যদি বলেন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলা কোন কার্য্যের নহে—উহাদের মান নাই সম্ভ্রম নাই—উহাতে লিখিত ঘটনাসমূহ বিশ্বাস-যোগ্য ও সত্য নহে—উহাদের কথা সরকার বাহাদুর শুনেন না, তাহা হইলে সাধারণ লোকে ভাবিবে তবে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়ায় ফল নাই। সুতরাং ক্রমশঃ তাহাদের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের উপর হতাদর হইবে। আমরা বলি কৃতবিদ্য বাবু মহাশয়েরা যদি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠ না করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু যাহাতে সাধারণ লোকে পাঠ করে তৎপক্ষে প্রতিবন্ধক না হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের নিন্দা না করিয়া জলগ্রহণ করিলে পাপ আছে, এমন কোন শাস্ত্র ত নাই।

সাধারণত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের গ্রাহকেরা তিন শ্রেণী বিভক্ত। এক শ্রেণীর লোকেরা রীতিমত সংবাদ পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিয়া থাকেন এবং সংবাদ পত্রের মূল্য রীতিমত প্রদান করিয়া থাকেন। সংবাদ পত্র পাঠে ইঁহাদের আন্তরিক যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়—দেশের হিতাহিতের দিকেও ইঁহাদের একটু দৃষ্টি আছে। আপনাদের পাঁচ কার্য্যের মধ্যে দুই একখানি সংবাদ পত্র আগাগোড়া পাঠ করিয়া তাহাতে লিখিত প্রবন্ধ গুলির দোষ গুণ বিচার ও ইঁহারা আপনাদের মধ্যে যথাসাধ্য করিয়া থাকেন—ফলত ইঁহাদের মন যেন উহারই মধ্যে একটু স্বদেশের জন্য কাঁদে; কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা দেশের কোন উপকারই সাধিত হয় না। তাহার কারণ প্রথমত ইঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিধ শ্রেণীর লোক এবং দ্বিতীয় কারণ ইঁহারা বিশেষ বিদ্বান বলিয়া বিখ্যাত নহেন—সুতরাং রাজদ্বারে বা সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা রীতিমত সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু রীতিমত পাঠ

করেন না। মূল্য দিতে বিস্তর গোলযোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু মূল্য দিবার সামর্থ আছে—ইঁহাদের সংবাদ পত্র লওয়া কথকটা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। ইহাঁরা সংবাদ পত্র কখন ত পাঠ করেনই না,যদি করেন, সে কেবল কোথায় কোন্ দ্রব্য সস্তা পাওয়া যায়—ইহাই জানিবার নিমিত্ত। সাহিত্য প্রবন্ধ ইঁহারা প্রাণান্তে পাঠ করেন না। রাজ-নীতির সমালোচন বা সামাজিক উন্নতির বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতি ইঁহাদের কিছুমাত্র আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মোট কথা জানিবার সুন্দর উপায় থাকিতেও ইহাঁরা দেশের বিষয় অব-গত নহেন। তাহাতেই বলি. যে উদ্দেশ্যে সংবাদ পত্র গ্রহণ করা, ইহাঁদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় না—ইহাঁদের সংবাদ পত্র গ্রহণ করা একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। তবে ইহাদের দ্বারা একটি কার্য্য হয়--প্রতি সপ্তাহে ইহাঁদের প্রসাদাৎ কতকগুলি সংবাদ পত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তেমনি আবার ইহাঁদের প্রসাদাৎ অনেক পত্রিকাকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা সম্বাদ পত্রের গ্রাহক ও

নহেন, পাঠকও নহেন, অথচ গ্রাহক এবং পাঠক হও-য়ার দাবীরাখেন। ইঁহারা ক্রমান্বয়ে কোন পত্রিকার দুই বৎসরের জন্য গ্রাহক থাকেন না। ছয় মাস এ কাগজ লইলেন, ছয় মাস ও কাগজ লইলেন,—এই রূপে গ্রাহক হইয়া থাকেন। কোন কাগজই ইঁহাদের ভাল লাগে না। তাহার কারণ আছে। প্রথম প্রথম দুই একজনকে সংবাদ পত্র লইতে দেখিয়া, ইহাঁদের সংবাদ পত্র গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তখন যে সংবাদ পত্র খানি সকলে ভাল বলে তাহারই গ্রাহক হয়েন। কিন্তু গ্রাহক হইয়া বড় বিপদে পড়েন; গ্রাহক হইবার পূর্ব্বে ভাবেন যে বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পাঠ করা অতি সহজ কার্য্য—ইংরেজি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেই বিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রাহক হইয়া দেখেন তাহা নহে, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রও অনেক বুঝিতে পারা যায় না—সম্পাদকের চিন্তা পূর্ণ প্রবন্ধে দন্তস্ফুট করিতে পারা যায় না। অগত্যা ভাল নহে বলিয়া সেখানি ত্যাগ করিতে হয়। আবার এক খানির গ্রাহক হয়েন, তাহাও ভাল লাগে না, সেখানিকেও সুতরাং পরিত্যাগ করেন। এই রূপে ইহাঁরা নানা পুষ্পে

ভ্রমণ করেন কিন্তু মধুপান করা ইহাঁদের ভাগ্যে ঘটে না। যদি সংবাদ পত্র গ্রহণ না করিয়া বা পাঠ না করিয়া ইঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে সম্পাদকেরা বাঁচিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহাদের তেমন অদৃষ্ট নহে। সাধারণীতে সংবাদ ভাল থাকে না, সোমপ্রকাশ কাগজ খানি মন্দ নহে কিন্তু বিদ্যাভূষণ মজাইয়াছেন, অমৃত বাজার কাগজের তুল্য বাঙ্গালা কাগজ বাঙ্গালা দেশে ছিল না, তবে ছাপা অতি কদর্য্য। আনন্দ বাজার অমৃত বাজারের নাম রাখিতে পারিল না ইত্যাদি—সমালোচনা ইঁহারা আপনাদের অপেক্ষা মূর্খ সমাজের অধিনায়ক হইয়া অনবরত বিকীরণ করিতেছেন।

এই রূপে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের গ্রাহকেরা তিন শ্রেণী বিভক্ত হওয়াতে দেশেরও উন্নতি হইতেছে না, সংবাদ পত্রেরও উন্নতি হইতেছে না। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সংবাদ পত্র পাঠের সহিত আর দেশের উন্নতির সহিত সম্বন্ধ কি? সংবাদ পত্র পাঠ না করিয়া কি দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় না? যায় সত্য; কিন্তু দেশের অভাব কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া

লইয়া সেই অভাব দূর করা সহজ? না কেহ অভাব বলিয়া দিলে সে অভাব দূর করা সহজ? শেষোক্ত প্রকারে কার্য্য করাই অপেক্ষাকৃত সহজ সন্দেহ নাই। সংবাদ পত্র লোকের দ্বারে দ্বারে দেশের—সাহিত্যের অভাব, বিজ্ঞানের অভাব, ধনের অভাব, মানের অভাব—সকল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ফিরে। এই জন্য সংবাদ পত্রের সাহায্যে যেমন দেশের উপকার করিতে পারা যায় বোধ হয় এমন আর কাহারও সাহায্যে করিতে পারা যায় না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না উল্লিখিত তিন শ্রেণীর গ্রাহকেরা দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর সমান আসক্তি দেখাইবেন,—সকলে এক মনে দেশীয় সংবাদ পত্রের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, দেশীয় সংবাদ পত্রে লিখিত বিষয় সকলের আন্দোলন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে উহাদের গুণাগুণ বিচার করিতে শিক্ষা করিবেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তত দিন দেশের অনেক যথার্থ অভাব দূর হইবে না—আর দেশীয় সংবাদ পত্রের কোন উন্নতিই হইবে না।

ইংরেজের দুঃখ।

দৈবাৎ দুই একটি বাঙ্গালি জজের পদ পাই-তেছেন, কদাচিৎ দুই একজন বা মাজিষ্ট্রেট হই-তেছেন—আমাদের অহিতাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ দলের ইহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালি-দিগকে উচ্চ পদ দেওয়া বা না দেওয়া ইঁহাদিগের হস্তায়ত্ত নহে; তাহা হইলে বোধ হয় ইঁহারা বাঙ্গালিদিগকে একটীও উচ্চ পদ দিতেন না; কিন্তু উচ্চ পদ দেওয়ার হাত ইঁহাদিগের থাকুক বা না থাকুক বাঙ্গালিরা যে ক্রমাগত পদ পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ইহাই বা তাঁহারা কিরূপে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পারেন। তাই কিছুকাল গত হইল বাঙ্গালি বাবুকে উল্লেখ করিয়া কতক-গুলি কটু কথা প্রয়োগপূর্ব্বক সুসভ্য ইংরেজ জাতির সুভব্য সম্প্রদায়ের জনৈক মহাত্মা আপ-নার শ্বেত গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "বাঙ্গালি নামে এক প্রকার মনুষ্য আছে তাহারা আপনাদিগকে পৃথিবীর

সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা গুনান্বিত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা চাকচিক্যশালী চর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা পায়ে দিয়া এবং অশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা কহিয়া বাবুত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যে সকল পদ কেবল সাহেবেরা পাইত, এক্ষণে এই বাবুরা সেই সকল পদ পাইয়া আপনাদিগকে ইংরেজদিগের সমকক্ষ জ্ঞান করে—কেবল ইহা করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে, তাহারা আরও ভাবে যে ইংরেজদিগের অপেক্ষা এই কার্য্যগুলিতে তাহাদের অধিকার বেশী কেননা, তাহারা এদেশীয়,এই জন্য ইংরেজের সমান বেতন পাইতেও তাহারা ইচ্ছা করে। এরূপ বিবেচনা করা যে অন্যায় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যেহেতু ইংরেজেরা বাঙ্গালিদের ন্যায় অল্প ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন না। বিশেষত ইঁহাদিগকে স্বদেশ ও স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিতে হয়। এবং এদেশের কদর্য্য জল বায়ু ইঁহাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, বাঙ্গালি বাবু স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে সুস্থ শরীরে অবস্থিতি করেন—অন্তত ইহা বিবেচনা করিয়াও সাহেবদিগকে বেশী বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য ”—এই সাহেবের আর এক বিশ্বাস

যেএকজন অতি উচ্চ শ্রেণীর বাবু অপেক্ষা এক জন ইউরোপীয়কে জনসাধারণে বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে—তাঁহার কথাগুলি কিরূপ তাহার একটু নমুনা দেওয়া গেল। *

এক্ষণে আমরা এই ইংরেজ মহাত্মার কথাগুলির যথাসাধ্য উত্তর দিব। তাঁহার প্রথম কথায় আমরা কোন উত্তর দিব না, যেহেতু তাহাতে আমাদের আত্মশ্লাঘা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা তবে বার্ণিশ করা জুতা পায়ে দেওয়াটা নিতান্ত বেয়াদবির কার্য্য একথা স্বীকার করিতেই হইতেছে। আমরা আমাদিগের ডেপুটি বা মুন্সেফদিগকে নিষেধ করিয়া দিতেছি আর যেন তাঁহারা বার্ণিশ করা জুতা পায়ে না দেন। ইংরেজিতে অশুদ্ধ কথা কহাও ঘোর অপরাধ বলিতে হইবে। তুমি জজ সাহেব তুমি লোহারামের মস্তক খাইয়া হাজার টাকা পুরস্কার লও তাহাতে ক্ষতি কি?

---

* But as a rule the orient with their creating of civilisation covering the dirty skin of barbarism, ignorance and superstition, can not be placed on a level with the more cultured individuals who sails from the other side of Suez.

কিন্তু তুমি সামান্য মুন্সেফ তুমি যদি এক বচনের কর্ত্তার ক্রিয়া বহু বচন প্রয়োগ করিয়া ফেল— তোমার অপরাধ ক্ষমা করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে কেবল মাত্র ইংরেজেরা যে পদ পাইতেন এক্ষণে বাঙ্গালিরা তাহা পাইতেছেন উপরোক্ত ইংরেজের এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা। তিনি বোধ হয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, কখন বাঙ্গালিরা জজ বা মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইবেন না, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের জানা উচিত যে, এক্ষণে তাঁহাদের সহস্র প্রকার উক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বাঙ্গালি আপন স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করিবে। আর কয়জন বাঙ্গালিইবা জজ মাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, যে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে ?

বাঙ্গালিরা বেশী বেতন পাইবার প্রার্থনা করে তাহা অন্যায় নহে, তুমি সহস্র টাকা লইয়া গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবে, আর আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দেড়শত টাকা মাত্র পাইয়া পদব্রজে হাঁটিয়া জীবন ক্ষয় করিব। এ কোন বিচার ? আমি যদি বলি তোমার

টাকা হইতে আমাকে দুই শত দাও তাহা হইলে কি আমি বড়ই দোষী হইব? সাহেবদিগের জল বায়ু সহ্য হয় না এজন্য তাঁহাদিগকে অধিক বেতন দেওয়া উচিত একথায় আর কি উত্তর দিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে যদি এদেশের জল বায়ু না সহে তবে এত কষ্ট করিয়া এত গুলি লোকের এদেশে থাকার প্রয়োজন কি, তাঁহারা কেন দেশে যাউন না। আমাদের অসভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা পারিত এই অসভ্যাবস্থাতেই আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিব, না করিতে পারি প্রতিকূল ইংরেজ সম্প্রাদয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া চুপ করিয়া থাকিব। সাধারণ লোকে এই সকল সাহেবকে ভয় অধিক করে, কি ভক্তি অধিক করে তাহা স্থির হয় নাই, অথবা ভয় মাত্র করে ইহাই স্থির।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি ইংরেজ যাহাতে আমাদের কোন প্রকার উন্নতি না হয় তাহারা চেষ্টা প্রভৃতি নিয়ত করিতেছেন, এক্ষণে উপরিউক্ত সাহেবের কথা গুলি পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের কথা

মিথ্যা নহে। এমত অবস্থায় আমাদের কি আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? এস আমরা সকলে আপনাদের স্বত্ব রক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করি, চির দিনই কি ঘুমাইয়া থাকিতে হইবে?

বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়।

বঙ্গবাসীর এক মাত্র ভরসা স্থল বঙ্গীয় যুবক বৃন্দ। বঙ্গের ধনাভিমানী এবং উচ্চ উপাধিধারী ভদ্রলোকদিগের নিকট বঙ্গবাসীর প্রায় কোন আশাইনাই—ইঁহারা বঙ্গের হিতাহিতের সংবাদ বড় একটা লন না। আপনাদের স্বার্থ রক্ষার্থ এবং উপাধি লাভার্থ ইঁহারা সতত যত্নবান। অন্যের সুখ দুঃখের অনুসন্ধান লইতে ইঁহারা প্রায়ই অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং ইঁহাদের নিকট বঙ্গবাসীর কোন আশা হইতে পারে না। কিন্তু আজি,কালি সাধারণত যুবক বৃন্দের যেরূপ ভাব গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে, ইঁহাদের দ্বারাও যে দেশের বিশেষ উপকার হয় সে আশা সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না।

সাধারণ বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় বড় লম্ফন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা যে পরিমাণে লম্ফন প্রদানে সক্ষম সেই পরিমাণে অকর্ম্মণ্য; কোন

হিতকর কার্য্যই প্রায় ইঁহাদের দ্বারা হয় না। কোন স্থানে কোন আমোদজনক কার্য্য হইলে, ইঁহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে অন্য লোকে বসিতে স্থান পান না। এই যে প্রতি সভায় শত শত যুবক বৃন্দ উপস্থিত হন, ইঁহাদের মধ্যে কয় জনে সভার কার্য্য কলাপ ও উহার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করেন? কয় জনে সভা সকল দ্বারা দেশের কি কি উপকার হইতেছে ও কি কি উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে. তাহা ভাবিয়া থাকেন? বক্তা কত খানি উচ্চস্বরে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, বক্তৃতা করিতে করিতে কি প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া থাকেন—এই সকল জানিবার নিমিত্ত অনেকে ব্যগ্র হইয়া সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু শতকরা কয় জন এই শ্রেণীর যুবক ভাল ভাল বক্তাদের বক্তৃতার সার অর্থ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন? —কেবল হৈ হৈ শব্দ করিয়া লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে যাওয়া ভিন্ন আমরা অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকের কোন সভায় গমনের অন্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাই না।

দুঃখের বিষয় অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক ও

আজ কাল বৃথা আমোদ-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন—বিনা প্রয়োজনে সভা করা, একজিবিসনের নাম করিয়া বাইনাচ দেওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়া ইঁহারা বড় হাস্যাস্পদ হইতেছেন। এই সে বৎসর লিবারেল দল মন্ত্রী হওয়ায় ইঁহারা কি কাণ্ডই না করিয়াছিলেন—লিবারেল দল আমাদের শত্রু কি মিত্র তাহা ভাল করিয়া বুঝিলেন না—ইংরেজ জাতি কখনও আপনাদের স্বার্থ হানি করিয়া অপর জাতির উপকার করেন না, একথাটা কেহ ভাবিলেন না—নগরে উপনগরে সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়া গগন মেদিনী কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন। তার পর সেই লিবারেল দল দ্বারা আমাদের কত উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ ভাগে দেশ হিতৈষিতার দোহাই দিয়া কৃতবিদ্য যুবকদিগকে এই সকল অসার কার্য্যে উন্মত্ত দেখিলে, মনে কি ঘৃণার উদয় হয় না?—যখন কৃতবিদ্য যুবকদিগেরই এই দশা, তখন অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বৃথা কার্য্যে লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিয়া অল্প বুদ্ধির পরিচয় দিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

সকল দিক বিবেচনা করিলে বঙ্গীয় যুবকদিগের নিকট কোন প্রকার আশা করা যাইতে পারা যায় না কেননা, ইঁহাদের কার্য কলাপ কোন মতেই আশাপ্রদ নহে। ইহাঁরা এখন পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে যেরূপ অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করেন, যদি এই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে ইঁহাদের দ্বারা দেশের বা সমাজের কোন উপকার হইবে না, ইহা নিশ্চয়। যুবকেরা যদি আমাদিগকে নিরাশ করেন, তবে আর বঙ্গবাসী কাহার মুখপানে তাকাইবে, কাহার নিকট আশা করিবে ?

আক্ষেপের বিষয় বৃথা আমোদ প্রমোদ করিতে যেরূপ যুবকগণ আসক্ত,আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে অনেকেই সেই রূপ উদাসীন। কোন দেশে কোন কালে কেহই একদিনে আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। একথা অনেক শিক্ষিত যুবক অবশ্যই নানা পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন, অথচ একেবারে বড় লোক না হইলে যে আর বড় লোক হওয়া যায় না—এ ধারণা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আছে।

যে সকল যুবক প্রতিবর্ষে রীতিমত পরিশ্রম

পূর্ব্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু সকলেই বড় চাকরী পাইয়া বড় লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা বড় চাকরী না পান, তাঁহাদের আর প্রায় বড় লোক হইবার চেষ্টা থাকে না। চাকরী ভিন্ন যে অন্য শত প্রকারে বড়লোক হওয়া যায়—অন্য শত প্রকারে আপনার বিদ্যার জ্ঞানের এবং অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া যথার্থ বড় লোক হইতে পারা যায়—তাহা তাঁহারা ভাবেন না। তাঁহারা ভাবেন যদি একেবারেই ডেপুটী হইলাম, তাহা হইলেই বড় লোক হইলাম, তাহা না হইলে হীন কর্ম্মে সামান্য বেতনেই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, এই রূপ ভাবেন বলিয়াই বোধ হয় একজন এম. এ. উপাধিধারী যুবক কোন সামান্য কর্ম্ম পাইলে ভাবেন আর তাহার উন্নতি হইবে না এবং তাহা ভাবিয়া আর উন্নতি পক্ষে চেষ্টাও করেন না, কেহ কেহ বা দুই চারি মাস মাত্র চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন—আর সে চেষ্টাও কেবল পাঁচজনের খোসা-মুদি করা। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার জোরে

অবস্থার উন্নতি করিব এই রূপ ভাবিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে কয়জন শিক্ষিত যুবক চেষ্টা করিয়া থাকেন ?

যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি অন্যের সহায়তা ভিন্ন হইবার যো নাই। কেরাণীরা ভাবেন, তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া না হওয়া সাহেব প্রভুদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকেরা ভাবেন তাহাদের অবস্থা উন্নতি করিবার কর্ত্তা ইনেস্পেক্টর বাহাদুর; এই রূপ যত প্রকার যুবা চাকুরে এই বঙ্গদেশে আছেন,তাহাদের অধিকাংশই আপন আপন উপরওয়ালাদের উপর আপনাদের উন্নতির ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করিতেছেন। তবে যখন অর্থের অত্যন্ত অনাটন হয়, যখন উদরের পরিপুষ্টি সাধনার্থ নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখনই একবার ইঁহাদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কিন্তু অনতিবিলম্বেই আবার অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া তাঁহারা আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ জড়ভাব ধারণ করেন।

যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা অবস্থার উন্নতি

অবনতির কথা ভাল রূপ বুঝে না। বুঝিলেও কি প্রকারে অবস্থার উন্নতি করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। আপনার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে তাহারা বাল্যকাল হইতে শিখিয়া আসিয়াছে, সুতরাং কোনরূপে তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, তবে উদরান্নের সংস্থানের চেষ্টা করিতে করিতে যাহাতে দশ টাকা হস্তে জমাইতে পারে তাহার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়া থাকে মাত্র। সুশিক্ষিত যুবকদিগের কর্ত্তব্য ইহাদিগকে আত্মোন্নতি করিতে শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট তা অন্যকে কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন বল?

বঙ্গের কতকগুলি যুবক আছেন বটে, যাঁহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে সম্পূর্ণ যত্নবান কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আমাদের দেশের কোন উপকার হয় না। এই যে শত শত উকীল বারিষ্টার আছেন। ইহাদের অবস্থার উন্নতির দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ইহারা সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন

গাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া পরম সুখে দিনপাত করিতে-ছেন, কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইল? ইঁহারা কি দেশের মঙ্গল উদ্দেশে কখনও চিন্তা করিয়া থাকেন? ইঁহারা যখন কৃতবিদ্য হইয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তখন ইহা-দের নিকট বঙ্গমাতা কতই না আশা করিয়াছিলেন কিন্তু ইঁহারা কি মাতার আশা পূর্ণ করিয়াছেন?— না—ইঁহারা বঙ্গ মাতার সুপুত্রের ন্যায় কার্য্য করেন নাই।

কি সুশিক্ষিত, কি অর্দ্ধ শিক্ষিত, আর কি অশি-ক্ষিত, আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর যুবকেরই অবস্থার উন্নতি পক্ষে বা দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই দেখিয়া আমরা দিন দিন দুঃখিত হইতেছি। পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে অবশ্যই লোকের অবস্থার উন্নতি হয়। সেই জন্য আমরা আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকে বিনয়ে বলি, তাঁহারা তাঁহাদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করুন। তাঁহারা এক্ষণে যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এরূপ ভাবে অবস্থিতি করিলে কখনও যে আমাদের

দেশের দূরবস্থা দূর হইবে, তাহার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গীয় যুবকদিগের রীতিমত আহার না হওয়াই তাহাদের বলহানির প্রধান কারণ।

যাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে বঙ্গীয় যুবকেরা দিন দিন বল-হীন হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ বলশালী ও পরিশ্রম করিতে সমর্থ ছিলেন, আমাদের সেরূপ বলও নাই এবং আমরা সেরূপ পরিশ্রম করিতেও পারি না। তখন এক জন ভদ্র লোক আট দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে হাঁটিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণকার যুবকদিগের দুই ক্রোশ হাঁটিতে হইলেই তাঁহারা পৃথিবী অন্ধকার দেখেন, তখনকার ভদ্রলোকেরা বিনা কষ্টে রৌদ্র বা বৃষ্টির সময় কার্য্য করিতে পারিতেন আর এক্ষণে ক্ষীণদেহ যুবকেরা দশ মিনিট রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে থাকিতে হইলেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন।

ইহার কতকগুলি কারণ আছে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, দেশের জল বায়ু দূষিত হওয়ায় বঙ্গবাসীর সর্ব্বদাই পীড়া হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বঙ্গবাসীকে রুগ্নদেহে দিন যাপন করিতে হয়। তাঁহার শরীরে বল হয় না, মনে স্ফূর্ত্তি হয় না। বাঙ্গালি যুবকের বলহানির ইহা একটী কারণ বটে, কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানে পীড়ার প্রাদুর্ভাব খুব কম, সেখানে থাকিয়াও বঙ্গীয়যুবক বলবান হন না কেন? আমাদের বিবেচনায় ইহার প্রধান কারণ বঙ্গীয় যুবকেরা সাধারণত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পান না।

প্রথমতঃ বালকদিগের কথা—আজি কালি আমরা অল্প বয়সে বালকগণকে বিদ্যালয়ে দিয়া থাকি তাহারা বিদেশে বাসা করিয়া থাকে, তথায় তাহারা রীতি মত আহার পায় না। সকল পিতাই প্রায় আপন আপন পুত্রকে যাহাতে অল্প ব্যয়ে পড়া শুনা হয়, তদনুরূপ উপদেশ সর্ব্বদা দিয়া থাকেন। তাহার পরিণাম এই হয় যে, বালকেরা

বৈকালে প্রদীপ্ত ক্ষুধানলে হয় ত এক পয়সার জল খাবার নিক্ষেপ করিল! তাহাতে আর কি হইবে? সাধারণত বালকগণকে এক্ষণে প্রাতে আটটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া স্কুল কালেজে যাইতে হয় অত সকালে বালকদিগের প্রায়ই রীতিমত ক্ষুধা হয় না, সুতরাং তখন অল্প মাত্র ভোজন করিয়া তাহারা বিদ্যালয়ে যায়। বৈকালে যখন ইহাদের প্রবল ক্ষুধা হয় তখন অর্থ ব্যয়ের ভয়ে ইহারা রীতিমত জল খাবার খায় না, সুতরাং ক্ষুধাকে দাবিয়া রাখিতে রাখিতে ইহাদের ভোজন শক্তি অল্প দিন মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায় এবং ভোজন শক্তির হ্রাস হওয়াতেই দেহের বলেরও হ্রাস হইয়া থাকে—বাল্যকালে যে ভোজন শক্তি হ্রাস হইয়া যায় যৌবনে আর তাহা পুনরুদ্দীপ্ত হয় না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা অনেক উকিলের কথা জানি; তাঁহারা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন কিন্তু পান ভোজন সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ হয়—কোন দ্রব্য খাইতেই তাঁহাদের সাহস হয় না, কোন দ্রব্য খাইলে পরিপাক হয় না, অম্বলের পীড়া তাঁহাদের

শরীরে লাগিয়াই আছে। বাল্যকাল হইতে উদর পূরিয়া খাইতে না পাওয়াতেই যে ইঁহাদের দশা কতকটা এই রূপ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কেরাণী বাবু প্রাতে আহার করিয়া আফিসের কার্য্য করিতে যান। সমস্ত দিন পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়া সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন। সেই দারুণ পরিশ্রমে যে পরিমাণে ক্ষুধা হয় তাহা নিবারক জলখাবার তাঁহার জুটিয়া উঠে না; কেবল জল খাবার বলিয়া নহে দুই বেলা আহারও অতি কষ্টে হয়। বেচারেকে ২০ টাকায় হয়ত একটা বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে ছেলে, মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, কোথা হইতে সে উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে পাইবে? কেরাণী বাবুর ন্যায় মাষ্টার বাবু, রেলওয়ে বাবু, সকল বাবুর দশাই এক রকম। কিন্তু কেবল মাত্র অর্থের অনাটন বশতঃ যে ইঁহারা উদর পূর্ণ করিয়া খান না এরূপও নহে। আহার অপেক্ষা বাহারের দিকে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মনোযোগ অ[illegible] কিন্তু ভাল নহে। কঙ্কাল বিশিষ্ট দে[illegible] [illegible]টের চায়না

কোটে না ঢাকিলে যে কি ক্ষতি হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না অথচ অধিকাংশ যুবক আজ কাল আহারের পয়সা বাঁচাইয়া উহা এই রূপ বাহারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুঃখের কথা সন্দেহ কি?

যে সকল পিতা মাতা বালকদিগের আহারাদির প্রতি দৃষ্টি না রাখেন তাঁহারা কেবল যে বালকদিগের শত্রু এরূপ নহেন, তাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু। তাঁহারা বাল্যকালে পুত্রগণকে রীতিমত আহার দিলে, আর তাহারা ভোজনের দোষে অতি অল্প কালমধ্যে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাহারা পুত্রগণকে বিদেশে রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে পুত্রগণকে রীতিমত আহার করিতে আদেশ দেওয়া; যাঁহার বিদেশে রীতিমত আহার দিবার সামর্থ নাই, তাঁহার পুত্রদিগকে বিদেশে পাঠানও অনুচিত, কারণ পুত্রকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তেমনি আহার দেওয়াও আবশ্যক, নতুবা আহার অভাবে রুগ্ন, শীর্ণ, এস [illegible] করা পুত্র লইয়া ফল কি? তাহার দ্বারা কি পিতা মাতার বিশেষ উপকার হইবে, না দেশের কোন উপকার

হইবে। সে আপনার রোগ লইয়াই অষ্ট প্রহর থাকিবে এবং যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা রোগের সেবাতেই ব্যয়িত হইবে এবং হয়ত সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া যাইবে।

তাই বলি আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার লোকেরই আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এবং অন্যান্য সমুদয় ভোগ সুখ বিস্মৃত হইয়া যাহাতে রীতিমত আহার হয় ও শরীরটি বজায় থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে. দৈহিক উন্নতি না হইলে মানসিক উন্নতি হয় না সুতরাং দেশোন্নতি হয় না, এ কথা দেশহিতৈষী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত।

উদ্ভট সমালোচক সম্প্রদায়।

আমাদের দেশে মাসিক পত্রের ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকেরাই যে পুস্তকাদি সমালোচনা করিয়া থাকেন এমন নহে, আর এক শ্রেণীর সমালোচকদিগের আমরা দর্শন পাইয়া থাকি। ইঁহাদের সমালোচনা সাধারণ সমালোচকদের ন্যায় নহে। সাধারণ সমালোচকেরা কোন এক খানি পুস্তক সমালোচনের জন্য পাইলে উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া উহার গুণ গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন্ পুস্তকে কি কি গুণ বা দোষ, সুন্দর, বা কুৎসিত ভাব আছে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এই প্রকারে সমালোচনা করিতে অবশ্যই তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু আমরা যে সকল সমালোচকদিগের কথা বলিতেছি, ইঁহারা গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম শ্রবণ করিয়াই গ্রন্থের সমালোচনা করেন। তবে কখন কোন পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া থাকেন—ইহা অস্বীকার করি না। কোন্ পুস্তক কোন্ শ্রেণীর সে জ্ঞান ইঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকের নাই। এক সময়ে আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলি এই শ্রেণীর

সমালোচকের মধ্যে পড়িয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে এক জন লোক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন "অমুক ব্যক্তির যে লেখক বলিয়া নাম হইয়াছে তাহা অন্যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কেন, তিনি বলিলেন আচ্ছা কৈ তাঁর এক খানি পুস্তকের নাম করুন দেখি।" আমরা এক খানি কাব্যের নাম করিলাম। তিনি বলিলেন "ওখানা ভাল বই নহে, আর এক খানির নাম করুন।" আমরা আর এক খানির নাম করিলাম। তিনি অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন "ও আবার কেতাব।" শুনিয়া আমরা আর কোন উত্তর করিলাম না। কেবল এক জনে নহে, উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরাই উক্ত লেখকের নিন্দা করিয়া যেন মনে সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। আমরা বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। যদি উক্ত সমালোচকেরা উক্ত পুস্তক দুই খানির দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে যে সকল দোষ আছে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই বাধিত হইতাম। তাঁহারা উক্ত পুস্তক দুই খানি ভাল করিয়া পাঠ করেন

নাই, ইহা তাঁহাদের কথাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল। কেবল আমরা এই এক স্থানেই এ প্রকার সমালোচন শুনিয়াছি এরূপ নহে, প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রকারের সমালোচন শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবক এই শ্রেণীর সমালোচক, অধিক দুঃখের বিষয় যে, ইঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষিত যুবককেও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় যে এই প্রকার সমালোচন করিতে তাঁহাদিগেরই বেশী আগ্রহ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

সকল দেশের সাহিত্যের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য একটী উদ্যান বিশেষ—ইহাতে গোলাপ আছে, মল্লিকা আছে, চামেলি আছে; চম্পক আছে। গোলাপেও সৌরভ আছে; মল্লিকাতেও আছে এবং চামেলি চম্পকেও আছে কিন্তু গোলাপের গন্ধ ঠিক মল্লিকার গন্ধের ন্যায় নহে। উভয় গন্ধেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়—মনকে আমোদিত করে, কিন্তু তথাপি উভয় গন্ধ এক নহে। সেই রূপ মল্লিকার ও চামেলি বা চম্পকের গন্ধ

এক প্রকার নহে আপনি যদি একটি গোলা-পের ঘ্রাণ লইয়া তৎপরে একটি রজনী-গন্ধার ঘ্রাণ লন এবং রজনী-গন্ধাকে অতি নিকৃষ্ট পুষ্প বলেন তবে আপনাকে কখন সুবিচারক বলিব না। আমাদের উল্লিখিত সমালোচকেরা সাহিত্য উদ্যা-নের কোন্ পুষ্পের কি গুণ তাহা বুঝিতে পারেন না—তাই তাঁহারা "বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তা-ন্তের" "সহিত কল্প তরুর" তুলনা করিয়া এক-টিকে অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেন এবং "দুর্গেশ নন্দিনী"র সমালোচনার সহিত "প্রভাত চিন্তা"র সমালোচনা করিয়া উভয় পুস্তকের গ্রন্থকারকে বিড়ম্বিত করেন। বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, কল্প তরু, দুর্গেশনন্দিনী এবং প্রভাত চিন্তা—সাহিত্য উদ্যানে এই চারিটিই কিছু এক শ্রেণীর পুষ্প নহে, চারিটির সৌরভই এক প্রকার নহে; চারিটিই এক স্থানে স্থিত নহে; যে যে অংশে অবস্থিত সে সেই অংশকে আমোদিত করিয়া আছে। দর্শকেরা সেই অংশে গেলে তাঁহাদিগের মন প্রাণ শীতল করিয়া দেয়। এই সকল গ্রন্থ মধ্যে পরস্পর তুলনায় সমালোচনা হয় না।

এই প্রকার সমালোচনা করায় একটা বড় অনিষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা পুস্তকের উপর লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া যাইতেছে! কেবল পুস্তকগুলির উপর নহে, পুস্তক প্রণেতাদিগের উপরও লোকের আস্থা থাকিতেছে না। একে বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠক সংখ্যা অল্প, তাহাতে যদি আবার এই সকল সমালোচক মহাপুরুষেরা পশ্চাতে লাগেন তাহা হইলে পাঠক সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইবারই কথা। মনে করুন এক ব্যক্তি একজন গ্রন্থকারের একখানি পুস্তক ক্রয় করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ এক জন সমালোচক বলিয়া উঠিলেন "আরে সে পুস্তক খানা অতি কদর্য্য" তিনি আর সে পুস্তক ক্রয় করিলেন না। সমালোচক মহাশয় হয়তো পুস্তক খানি দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ—নাম শুনিয়াছেন মাত্র। এই প্রকারে গ্রন্থকারের এবং পাঠেচ্ছু ব্যক্তির—উভয়েরই ক্ষতি করা হইল। এ প্রকার সমালোচনে লাভ যে কি তাহা আমরা জানি না।

এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে সন্তুষ্ট করা যদি গ্রন্থকারদিগের আয়ত্তাধীন হইত, তাহা হইলে

আমরা ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে গ্রন্থকারবর্গকে বলিতাম। কিন্তু তাহা অসম্ভব। ইঁহারা বলেন আয়েসার সহিত জগৎসিংহের বিবাহ হইলে ভাল হইত। কুন্দনন্দিনীর মরা উচিত ছিল না, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে জ্বর জ্বালা প্রভৃতি বাজে কথা থাকে কেন, ইত্যাদি। তাহাতেই বলি ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্র লেখকদিগের পক্ষে অসম্ভব।

ইঁহারা সন্তুষ্ট না হন, নাই হউন কিন্তু ইঁহারা অন্যকে যেন নিজ মতে আনিতে চেষ্টা না করেন। আর যাঁহারা বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন কদাচ এই সকল মহাপুরুষদিগের কথা শ্রবণ না করেন,— ইঁহাদের কুহকে না পড়েন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই এক মাত্র প্রার্থনা।

বালকদিগের শোচনীয় অবস্থা।

আমাদের দেশে যখন যে নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহা একেবারেই এতদূর প্রবল হয় যে পুরাতন প্রথাটী একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে ছোট ছোট বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার শিক্ষা প্রণালী তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বে পিতা পুত্রের স্বভাব চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, গুরু মহাশয়দেরও ছেলেদের তরিবতের প্রতি দৃষ্টি থাকিত। এক্ষণে আর সে রীতি নাই। পুত্রের নীতি শিক্ষা বিষয়ে পিতা এক্ষণে সম্পূর্ণ উদাসীন। পুত্রকে শাসন করা একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। অতিশয় তাড়না করার ফল যে খুব ভাল হয় না, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া পুত্রের প্রতি পিতার শাসন একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পুত্রকে শাসিত করিতে হইলে তাহাকে অষ্ট প্রহর প্রহার করিতে হইবে এ কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগকে আমরা বিজ্ঞ বলি না। আমরা এমন

লোক অনেক দেখিয়াছি যাঁহারা কদাচিৎ পুত্রকে প্রহার করেন—অথচ তাঁহাদের পুত্রেরা তাঁহাদের একান্ত আজ্ঞাধীন।

সকল বিষয়েই সাহেবদিগের অনুকরণ করিতে আমরা দক্ষ। সেই জন্য এখন আমাদের দেশের পিতৃকুল সাহেবদিগের মত ছেলেদিগকে বড় একটা বাহ্যিক শাসনে রাখিতে. ভাল বাসেন না। তাঁহারা ভাবেন সাহেবেরা বুঝি তাঁহাদের মত ভিতরেও ছেলেদিগকে বিনা শাসনে রাখেন; বাস্তবিক তাহা নহে। ভিতরে ভিতরে সাহেবেরা আপনাপন সন্তানদিগকে বিশেষ শাসনে রাখেন যাহাতে তাহারা সভ্য ভব্য হয়, লোকের সহিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে পারে,এসকল বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বিখ্যাত আখ্যায়িকা লেখক সার ওয়াল্টর স্কটের মাতার কথা এই স্থানে লিখিতেছি। ইনি বালিকাকালে মিস ওগেলবি নাম্নী একটী রমণীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মিস ওগেলবি এরূপ কঠোর শাসনের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে ৮০ বৎসর বয়ক্রমের সময়ও

তিনি কখন চেয়ারে ভাঙ্গ করিয়া ঠেশ দিয়া বসিতে পারিতেন না। তাঁহার সর্ব্বদা বোধ হইত, যেন তিনি মিস ওগেলবির সম্মুখেই বসিয়া আছেন। যে দেশে বালিকাদিগের প্রতি এরূপ শাসন, সেখানে বালকদিগের প্রতি কিরূপ শাসন হয়, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। এ দেশেই কোন বালক কোন কালেজে কোন সাহেব শিক্ষকের সম্মুখে হাই তুলিলে বা থু থু ফেলিলে বা উচ্চরবে হাসিলে তিনি অতিশয়বিরক্ত হয়েন ও উক্ত বালককে সাবধান করিয়া দেন আমাদের দেশেও এ সকল বিষয়ে লোকের দৃষ্টি ছিল না এমন নহে। কিন্তু এক্ষণে আর নাই। এক্ষণে সাহেবি দেখাইয়া ছেলের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া, ছেলের মস্তক খাইতেই অনেক পিতা ব্যস্ত। তবেই দেখা যাইতেছে যে যেরূপ অন্যান্য বিষয়ে সাহেবদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা ঠকিয়া থাকি ইহাতেও সেইরূপ ঠকিয়াছি।

অনেক পিতা বলিয়া থাকেন পূর্ব্বকার লোকদিগের হস্তে কোন কার্য্য থাকিত না, অধিকাংশ লোকেই কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন

না সুতরাং তাঁহারা সন্তানাদির শিক্ষা বিষয়ে তদ্ভাব ধারণ করিতে অবকাশ পাইতেন। আমাদিগের আজি কালি মস্তক চুলকাইবার অবকাশ নাই। আমরা কি প্রকারে সন্তানদিগের শিক্ষার তত্ত্ব লইব? কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রগণকে রীতিমত শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা জীবন ক্ষয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই অর্থ তাঁহাদের পুত্রেরা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই অপব্যয় করিয়া ফেলিবেন, তখন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য অবশ্যই আক্ষেপ করিতে হইবে। তাই বলি প্রত্যেক পিতার অন্যান্য সমুদায় অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের রীতি নীতি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরানাম পুণ্য-লক্ষণ" এ কথাটা যে নিতান্ত সারহীন, ইহা যেন তাঁহারা মনে না করেন।

পল্লীগ্রামের অনেক ব্যক্তি পুত্রগণকে চালাক করিবার অভিপ্রায়ে সহরে, পাঠাইয়া, তাঁহাদের ভাবী দুঃখ বৃক্ষের বীজ স্বহস্তে রোপণ করেন।

পল্লীগ্রামের ছেলেরা যতই কেন মন্দ হউক না, সহরের ছেলেদের অপেক্ষা তাহারা যে নিরীহ এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে সকল কার্য্যের কথা তাহারা মনে ধারণা করিতেও অক্ষম, সহরের ছেলেরা সেই সকল কার্য্য অম্লান বদনে করিয়া থাকে। বেশ্যানাচ, থিয়েটার, সুরালয় প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ পল্লীগ্রামের ছেলেদের প্রায়ই হয় না। এমতে পল্লীগ্রামের সকল পিতা মাতার নিকট আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন সাধ্যমত পুত্রগণকে সহরে না পাঠান, আর যদিই পাঠান তাহা হইলে যেন দুই এক জন ভাল লোকের অধীনে রাখিয়া দেন।

পরিশেষে, আমাদিগের বক্তব্য যে আমাদিগের বালকদিগের সম্বন্ধে আর যে কেবল শিথিল হইলে চলিতেছে না এরূপ নহে, যাহাতে তাহারা কুসঙ্গ ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে এক এক জন দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্নীতি পরায়ণ লোক হইতে পারে তৎপক্ষে আমাদের সকলেরই চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত এবং না করা পাপ।

দেশে সঙ্গীতচর্চ্চা

বাঙ্গালি সঙ্গীত প্রিয় জাতি। সঙ্গীত চর্চ্চা বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। পূর্ব্ব কালে বাঙ্গালি কবির কাব্য গীতিরূপে পরিণত হইয়া গায়কদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। এমন কি তৎকালে সঙ্গীতের নিমিত্তই কাব্য রচিত হইত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মধ্যে আমাদের দেশে সঙ্গীতের রীতি মত আলোচনা বন্ধ হইয়াছিল বলিলেই হয়। দুই চারিটি যাত্রার দলে সহজ সহজ সুরের কতকগুলি গীতের আলোচনা হইত মাত্র। এক্ষণে কয়েক সম্প্রদায় লোকের যত্নে ও উৎসাহে পুনরায় বঙ্গ-ভূমে সঙ্গীতের উন্নতি হইতেছে, দেখিয়া আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত আছি।

ব্রাহ্ম মহাত্মারা ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতির সুরের কোন কোন স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে বঙ্গীয় গীতি রচনা করিয়া, ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত করাতে ঐ সকল গীতি শিক্ষণীয় ও শ্রবণ মধুর করিয়াছেন। শিক্ষণীয় বলার কারণ এই

যে আমাদের দেশে আজি কালি কতক গুলি নব্য যুবক মনে করেন, বাঙ্গালা সঙ্গীত রীতিমত পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই—উহা গাইলেই গাওয়া যায়। সুখের বিষয় ব্রাহ্মেরা অনেক গুলি সঙ্গীত ধ্রুপদ খেয়াল মিশ্রিত এরূপ কঠিন সুরে রচনা করিয়াছেন যে তাহা পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে হয় ও সুরের একটু আধটুর মাট হইলেই আর মিষ্ট লাগে না। শত শত নিধুর টপ্পা অপেক্ষা একটি মনোহর-সাহী-কীর্ত্তন অধিক মনোহারী। ব্রাহ্মেরা ইহা উত্তমরূপ বুঝিয়াই মৃদঙ্গ করতাল সহ বিভুর গুণানুকীর্ত্তন করত শ্রোতার শরীর রোমাঞ্চিত ও অশ্রু পরিপূরিত এবং তাহার মনকে ক্ষণকালের জন্যও সংসার বিষয়ে উদাস করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখনও কীর্ত্তন শিক্ষা রীতিমত হয় নাই। ভরসা করি তাঁহারা অচিরাৎ রীতিমত কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীত-চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের আর একটি পন্থা পরিস্কৃত করিবেন।

ন্যাসনেল ও বেঙ্গল থিয়েটর হইতে সঙ্গীত বিষয়ে আমরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি,

ইহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। উক্ত থিয়েটর কোম্পানিদ্বয় আমাদের দেশের সঙ্গীতের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন, বলিলেও বলা যায়। আজি কালি এই দুই থিয়েটর কোম্পানি হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় নবীনসুরের গীতির সৃষ্টি হইতেছে এবং ছোট বড় মাঝারি আকৃতির রাশি রাশি সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে কোন কোন খানির স্থানে স্থানে রচনার চাতুর্য্য ও কল্পনার খেলা বিলক্ষণ আছে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহুব্যয় করিয়া বাঙ্গলা সঙ্গীতের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ আছেন; তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে আজি কালি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তদ্দ্বারা আরও সঙ্গীতের উন্নতি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি কারণ বশত সম্প্রতি এই সকল বিদ্যালয় দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হইতেছে না। প্রথম কারণ এই যে, অনেকে বিবেচনা করেন, সঙ্গীতের আলোচনা করিতে হইলেই নেশাখোর

হইতে হয়, নেশা না করিলে সঙ্গীত শাস্ত্র অভ্যাস করিতে পারা যায় না,এই ভাবিয়া তাঁহারা আপনারাও কোন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েন না—অন্য কোন আত্মীয়কেও ভর্ত্তি হইতে দেন না। যদিও সচরাচর একটু উচু ধরণের গায়ক বা বাদককে প্রায়ই নেশা করিতে দেখা যায় ; কিন্তু তাহা বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলেই যে নেশাখোর হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আজি কালি যাঁহাদের সঙ্গীত ভাল জানেন বলিয়া খ্যাতি আছে, তাঁহারা প্রায়ই সকলে নিরক্ষর সুতরাং তাঁহারা নেশা করা অন্যায় মনে করেন না। সচ্চরিত্র বিদ্বান অথচ সঙ্গীতজ্ঞ লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়াই সঙ্গীত শিখিতে হইলে নেশা করিতে হইবে, এই ভ্রমমূলক ধারণা লোকের মনে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ অনেক পিতা মাতা পুত্র অল্প বয়সে জ্যেঠা হইয়া যাইবে ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে সে বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতের নাম পর্য্যন্ত না করে তাহার চেষ্টায় থাকেন, তাঁহাদের মতে সেকালে সঙ্গীতের বিলক্ষণ চেষ্টা হইত বটে, কিন্তু ছেলেরা জ্যেঠা হইত না ;

তখন তাহারা গুরুজনদিগের মান বজায় রাখিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিত। এখন এগার বার বৎসরের ছেলেরা যদি একবার “কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে।” গাইতে শিখিল, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সর্ব্বদাই গুণ গুণ করিতে লাগিল—খুড়া জ্যেঠা কাহাকেও মানে না। ইহা সঙ্গীতশিক্ষার দোষ নহে, মন্দ সঙ্গীতশিক্ষার দোষ। তৃতীয় কারণ, কেহ কেহ বিবেচনা করেন, সঙ্গীত আলোচনায় রত হইলে অর্থকরীবিদ্যা ইংরেজিতে মন লাগিবে না, এই ভয়ে তাঁহারা তাহাদের অধীনস্থ বালকদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে অসম্মত।

আমাদের বিবেচনায় এরূপ ভাবে বালকদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারে, যে সঙ্গীত শিক্ষা করিলেই সকলের সাক্ষাতে গান করিতে হয় না এবং উহাতে মন অত্যন্ত আমোদিত হইলেও অন্যান্য বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সাহেবেরা যেরূপ রীতিমত লিখিতে পড়িতে শিখেন, সেই রূপ রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যাও শিখিয়া থাকেন।

কিন্তু তাহারা দিন রাত গান গাইয়া বেড়ান না। পাঁচটা শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে সঙ্গীতও বটে। এই ভাবে সঙ্গীত শিক্ষার প্রচার দেশে হইলেই আর সঙ্গীতের দ্বারা কোন কুফল ফলিবে না। এখন এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখন যিনি সঙ্গীত শিখেন তিনি কেবল সঙ্গীতই শিখেন; কাজেই তাঁহার দ্বারা গুন্ গুন্ করা ভিন্ন আর কোন কার্য্য হয় না সুতরাং তিনি গৃহ সংসারে এক প্রকার অকর্ম্মণ্য জীব হইয়া পড়েন। যাঁহারা সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শী এবং দেশে সঙ্গীত শিক্ষায় প্রচার করিতে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে আশা করি, এ বিষয়ে তাহারা মনোযোগ দিয়া নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

বাঙ্গলা গ্রন্থের পাঠক সকল।

আজি কালি আমাদের দেশে প্রায় ভাল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে না। আমরা দেখিয়া দুঃখিত আছি, যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমুদায় আমাদের দেশে রীতিমত বিক্রীত না হওয়ায় ভাল ভাল গ্রন্থকারেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া গ্রন্থ লিখিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। সচরাচর লোকে যশ ও ধনলাভ আশায় গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারদিগের যশ লাভ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে ধন লাভ বড় হয় না, এই জন্য একজন ভাল গ্রন্থকার একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইলেই আর কোন গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন না। বঙ্গদেশে ভাল ভাল পুস্তকের পাঠক অপেক্ষা আবার গ্রাহক সংখ্যা আরও অল্প।

পুস্তক লেখার আর এক উদ্দেশ্য দেশের উপকার করা, কিন্তু যে পুস্তক কেহ পাঠ করে না, তাহা দ্বারা দেশের কি উপকার হইবে? ইহা ভাবিয়াও অনেক গ্রন্থকার পুস্তক লিখিতে

ক্ষান্ত হইয়াছেন—সে জন্য আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

অনেক শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মতে বাঙ্গলা পুস্তক মাত্রই ইংরাজির অনুবাদ। কোন বাঙ্গলা পুস্তকে কোন নূতন বিষয় নাই। ঐ সকল পুস্তক পাঠে শিক্ষা কিছুই হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে বাঙ্গলা পুস্তক কিনিয়া পাঠ করা সময়ের ও টাকার অপব্যয় করা মাত্র। অর্দ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালিরা পুস্তক ক্রয় করার বা পাঠ করার বিশেষ আবশ্যকতা কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন ন। তবে আপনারা পাঁচ জনে কোন এক খানি নাটক বা নবেলের প্রশংসা করিলে তাঁহারা সেই পুস্তক কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া পাঠ করিয়া থাকেন মাত্র। অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া পুস্তক পাঠ করা, পাঠ করিয়া পুস্তক খানি প্রত্যর্পণ না করা বা হারাইয়া ফেলা ইঁহাদের স্বভাব—কেবল ইহা-দের নহে, শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে ও অনেকের এই প্রকার স্বভাব।

আমরা সকল বিষয়েই ইংরেজদিগের সহিত

তুলনা করিয়া থাকি। আজি এই বিষয়েও তুলনা করিয়া দেখ যাউক। যেমনই কেন অর্থ-হীন ইংরেজ হউক না, তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিলে তাহা হইতে নানা জাতীয় কতকগুলি পুস্তক বাহির হইবেই হইবে। আর এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির গৃহানুসন্ধান করুন, দেখিবেন আবলুশ কাষ্ঠের চেয়ার আছে, মারবেল দেওয়া টেবিল আছে, দশ প্রকারের বাঁধা হুঁকা আছে, দশ পনরটা তাকিয়া আছে,—নানা প্রকারের আসবাব আছে, কিন্তু পনর খানা উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তক তাঁহার গৃহ হইতে কখনই বাহির হইবে না। একজন ইংরেজ দুই চারিটা পেন্‌টুলেন, দুই চারিটা টুপি, কয়েক খান ফটোগ্রাফ গৃহে রাখা যেরূপ আবশ্যক বোধ করেন, সেইরূপ কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক রাখাও তাঁহার আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালির মনে চেনের কথা, অলঙ্কারের কথা, ভাল ভাল চায়না কোটের কথা, চিনে বাজারের জুতার কথা, উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু পলাসির যুদ্ধের কথা, সম্বন্ধ নির্ণয়ের কথা, বৃত্র সংহারের কথা, কয় জনের মনে উদয় হইয়া

থাকে? শত করা কয়জনে এই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন? এই যে বঙ্কিম বাবুর পুস্তক সমুদায়ের কথা নগরে, পল্লীতে, হাটে, বাজারে, সকল স্থানে লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেক নগরে বা গ্রামে কয় খানি বঙ্কিম বাবুর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়? খুব অল্প। সার-ওয়াল্‌টর স্কটের লর্ড অব দি আইল নামক পুস্তকের অর্দ্ধেক কপিরাইটের মূল্য প্রায় ১৫৭০০ টাকা হইয়াছিল। বাঙ্গলার কোনও গ্রন্থকার এরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। পাঠক সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা বেশী বলিয়াই ইংরাজি গ্রন্থকার বহি লিখিয়া ধনী হয়েন, এবং পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা অল্প বলিয়া বাঙ্গালি গ্রন্থপ্রণেতার দুর্দ্দশা।

বাঙ্গালি স্বভাবতই বড় অলস। অনুসন্ধান করিয়া, সমালোচন পড়িয়া, পুস্তক ক্রয় করা বাঙ্গালির স্বভাব বহির্ভূত কার্য্য। তবে তাঁহার সম্মুখে দুই চারি খানি পুস্তক ধরুন, এবং ঐ সকল পুস্তকের প্রশংসা করুন, বাঙ্গালি হয় ত তন্মধ্যে এক খানি পুস্তক ক্রয় করিবেন—তাহাতেই আমরা বট-

তলার ছাপা, ফেরিওয়ালাদিগের স্কন্ধ শোভিত জঘন্য পুস্তক সকল বিক্রীত হইতে দেখি, আর ম্যাটসিনি ও রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লেখক দিগের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা শুনি। বালকে যেমন কোন মনোহারীর দোকানে প্রবেশ করিয়া চাক্‌-চিক্যশালী অল্প মূল্যের অকর্ম্মণ্য দ্রব্য ক্রয় করে, সেইরূপ কতকগুলি বঙ্গীয় যুবক পুস্তকের দোকানে প্রবেশ করিয়া অল্প মূল্যের জঁাকাল নামের পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর পুস্তক ক্রেতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তই "ঘোড়ার ডিম" প্রভৃতি অপূর্ব্ব নাম দিয়া কবি কবিতা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যাও বড় বেশী নহে।

আমাদের বিবেচনায় বঙ্গবাসী মাত্রেরই বাঙ্গালা পুস্তকপাঠ এবং বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহ সংসারের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তক গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য—যেমন দুই চারিখানি ছবি রাখা অনেকে আবশ্যক বিবেচনা করেন, অন্তত সেই হিসাবে দুই চারি খানি বাঙ্গালা পুস্তক রাখিলেও

ক্ষতি নাই। তাহাতে দেশের সাহিত্যের উন্নতি হইবে, লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং টাকার যথার্থ ব্যয় হইবে। আমাদের কথায় নব্য যুবকেরা কর্ণপাত করিবেন এমত ভরসা আমরা করি।

শিক্ষা বিভাগে ধর্ম্ম চর্চ্চার অভাব।

শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে অমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে কোন রূপ ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিবার ব্যবস্থা নাই। তাহাতে দিন দিন বালকদিগের মন হইতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে বালক কাল হইতে দেব দেবীর বন্দনা প্রভৃতি পাঠ করিয়া ছাত্র গণের মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদয় হইত—সন্ধ্যা আহ্নিক আদির দায়ে যুবকেরা অন্তত একবারও ভগবানকে অনুধ্যান করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্থ হইতেন। এক্ষণে সে সব কিছুই নাই—ধর্ম্মের কোন কথাই নাই। তখন যদিও অনেকে অন্ধ বিশ্বাসে মোহিত হইয়া দেব দেবীর উপাসনা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে যে আলোকে আসিয়া কাহার উপাসনা কেহ করেন না তাই কি ভাল? আমাদের বিবেচনায় শিক্ষার দোষেই এ সমস্ত হইতেছে। এই যে প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গীয় যুবক বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত উকীল বা নিরীহ মাষ্টার মহাশয় হইতেছেন, বলুন দেখি, ইঁহাদের

মধ্যে কয় জনের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আছে। অনেকেই বিশ্ব নিয়ন্তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন কি না সন্দেহ। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে "ঈশ্বরই মানি না তা আবার সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র "ন্যাচারেল থিওলজি" পড়িব কি?" বলিয়া দর্প করিতে শুনিয়াছি। ইঁহারা বোধ হয় ভাবেন যে জগতের অনেক জ্ঞানী লোকেই ত ঈশ্বর মানিয়া থাকেন, আমরা না মানিয়া ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। শত শত কুবিশ্বাসে ও কুসংস্কারে তোমার হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে অথচ তুমি মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়া বলিও যে বিশ্ব নিয়ন্তার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—তাহা হইলেই তুমি ঘোর বুদ্ধিমান হইলে।

আমাদের রাজা আমাদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে রাজার স্থাপিত বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রবন্ধ অধ্যাপনা হইবে না, ইহা কাহারও প্রার্থনীয় নহে। কাক ও বিড়ালের গল্প রাজ হংস ও হরিণের

গল্প পড়িয়া আমাদের বিশেষ কোন উপকার হয় বলিয়া বোধ হয় না। এমন ধর্ম্ম কথা অনেক আছে যাহা সকল দেশের সকল জাতির পক্ষে খাটে; সেই সকল ধর্ম্ম কথা পড়িতে দিলে ক্ষতি কি?

ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে আমাদের রাজা কি শিক্ষকদিগকে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন? ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষার অর্থে আমারা ইহা বলিতেছি না, যে, কোন জাতির কোন বিশেষ ধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিতে হইবে। তবে যে অধারণীয় বিশ্বাশ্রয়ে বিশ্বাস থাকিলে বালকেরা সচ্চরিত্র হয়, বিনীত হয়, তাঁহার মহিমা ধ্যান করিতে তাহারা বাল্য কাল হইতে শিখিবে না কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এখনকার শিক্ষকেরা প্রাণান্তে এ সকল বিষয়ের উপদেশ দেন না। কাজেই শিক্ষার দোষে বালক হৃদয়ের সহজ ভক্তিভাব অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায়।

প্রতি বৎসর এল এ, বিএ প্রভৃতিতে যে সকল পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হয় তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উত্তেজিনী কোন কথাই থাকে না। কাহারও জীবন চরিত বা কাহারও পুস্তকের সমালোচনা

থাকে, আবার এরূপও দেখা যায় যে প্রায় কোন ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ব্যক্তির জীবন চরিত থাকে না। যাঁহারা ছলে বলে দশটা যুদ্ধ জয় করিয়া বা দশজন লোকের মন ভুলাইয়া কোন ক্রমে বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন, প্রায়ই তাঁহাদিগের জীবনী থাকে। কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণ, দৃঢ়ভক্তি বিশিষ্ট কয় জন লোকের পবিত্র জীবনের পবিত্র চরিত তুমি বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছ? যিনি ভক্তি বাদের তত্ত্ব কিছু বুঝেন, তিনি যদি হিউমের মত সংশয় বাদীর তর্ক আলোচনা করেন, তবে তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে। আর যে ভক্তির কোন ধার ধারে না, জড়, জীবে বিভেদ কি, তাহার কিছুই বুঝে না, তাহাকে হক্সলি রচিত হিউম চরিত পড়িতে দিলে, তাহার মস্তক ঠিক থাকিবে কেন? এই পুস্তক মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হয়, এরূপ এক চোকো পড়ায় কখনই সুফল ফলিবে না।

যাহাতে বিদ্যালয় সমূহে কোন রূপ ধর্ম্মপুস্তক পঠনা হয় ও সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়, উঠিয়া পড়িয়া তাহার কোন একটা উপায়

করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা দেশের মঙ্গল নাই। এখন যে ভাবে চলিতেছে যদি এই ভাবে চলে তাহা হইলে দেশ অসার, চিন্তা-শূন্য, ভক্তি-শূন্য, নাস্তিকে পরিপূর্ণ হইবে। কাজেই যাহাতে বাল্য কাল হইতে বিশ্ব নিয়মে শ্রদ্ধা হয়, এমন শিক্ষা আর না দিলে চলিতেছে না। যিনি যতই কেন দেশের উপকার করিতে চেষ্টা করুন না, ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে প্রকৃত পক্ষে দেশের উন্নতি হইবে না।

প্রজা এবং জমিদার।

আমরা বিলাতের জমিদার ও প্রজা এবং বঙ্গের জমিদার ও প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে দুই চারিটি কথা বলিব। বিলাতে ভূস্বামীরাই ভূমির একমাত্র অধিকারী। প্রজাবর্গের প্রায় দখলি সত্ত্ব নাই। ভূস্বামীরা ভূমি সম্বন্ধে যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাঁহারা সচরাচর জমি সকল বড় বড় গাঁতিদার দিগকে বিলি করিয়া থাকেন—কতক কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি প্রজাদিগকেও দেন। পাট্টা ও কবুলিয়তে জমিদার ও প্রজা যে সকল সর্ত্তে কার্য্য করিতে সম্মত হন তাঁহাদিগকে সেই মতই কার্য্য করিতে হয়। কোন কোন স্থানে এই সকল দলিলের মেয়াদ আট বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। খাজানা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করা জমিদারের আবশ্যক হয় না। সাধারণত যে প্রজা অধিক পরিমাণে খাজানা দিতে পারে, সেই জমি পাইয়া থাকে, এবং ইহা লইয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিল-

ক্ষণ প্রতিদ্বন্দীতা চলে। তবে যে প্রজা জমি-
দারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত একটা রফা
করিয়া জমি লইতে পারে তাহার কথা স্বতন্ত্র।
কোন প্রজা খাজানা দিতে অক্ষম হইলে, তাহার
খাজানা দিবার করারের তারিখ হইতে পনর
দিনের পরেই তাহার নিকট হইতে আইনের
সাহায্যে খাজানা আদায় করিয়া লওয়া হয়।
পাট্টার মেয়াদ ফুরাইলেই প্রজার সহিত আর
সেই পাট্টায় লিখিত জমির কোন সম্বন্ধ থাকে
না। তবে কোন কোন স্থানে মেয়াদ ফুরাইলে ও
প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে, তাহার ক্ষতি
পূরণ স্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হয়, গোলাবাড়ীর
বা জমির উন্নতির জন্য সে অবশ্যই কিছু অর্থব্যয়
বা শারিরীক পরিশ্রম করিয়া থাকে, পাট্টার
মেয়াদ ফুরাইলে যখন তাহার নিকট হইতে জমি
ছাড়াইয়া লওয়া হয়, তখন অবশ্য তাহার কিছু
ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহাকে ক্ষতি পূরণ
স্বরূপ কিছু অর্থ দেওয়া হয়। এই সব কথা
বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,
অধিকাংশ স্থলে বিলাতের প্রজাদিগের অবস্থা

খুব উন্নত নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা কাহারও দাসত্ব করে না, তাহারা সভ্যতায় বা শিক্ষায় জগতের কোন জাতি অপেক্ষা কম বোধ হয় না। তাহাদিগকে বিবিধ প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও তাহাদের একটি সুবিধা এই আছে যে সাধারণত জমীদারেরা তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বঙ্গে কি জমিদার আর কি প্রজাবর্গ সকলেই রাজবিধি শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এবং রাজ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা অষ্ট প্রহর কঠোর রূপে শাসিত। অত্যাচারী জমীদার দিগের অত্যাচার হইতে উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষাকরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা মনে করিয়া ১৭৯৩ সালের দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাহা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী শাসন কর্ত্তাগণ কেবল তাহাই করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। তাঁহারা জমীদারের জমি বিলি বন্দোবস্ত আদি করিবার ক্ষমতার উপর ও হস্তক্ষেপ করিতে সময়ে সময়ে উদ্যত হন। যে সময়ে দশসালা বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে

যে হারে জমিদারদিগের নিকট খাজনা আদায় করা হইয়াছিল, তাহাতে জমীদারদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল—গবর্ণমেণ্ট জমির খাজনার চৌদ্দ আনা রকম লইয়াছিলেন এবং দুইআনা রকম খাজনা জমীদারকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টকে এই হারে খাজানা দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক গুলি জমীদার মাটি হইয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত নাটোর ষ্টেটের উপর গবর্ণমেণ্ট ৫২ লক্ষ টাকা কর ধার্য্য করায় ঐ ষ্টেটটিই সর্ব্ব প্রথমে মাটি হইয়া যায়। পরে আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটের সেই দশা ঘটে। দশসালা বন্দোবস্তের আইন অনুসারে জমিদারদের কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রজার কষ্ট তাঁহাদের কষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী হয়; কারণ প্রজাদিগকে অনেক উচ্চ হারে খাজনা জমীদারকে দিতে হইয়াছিল। দশসালা বন্দোবস্তের সৃষ্টিকর্ত্তারা জমীদারদের একটু সুবিধা করিয়া যান, তাঁহারা প্রত্যেক জমীদারের অধীনেই অনেক গুলি করিয়া পতিত জমি রাখিয়া যান, দশসালা বন্দোবস্তের সময় এই সকল পতিত জমির খাজনা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই।

কালে সেই সকল পতিত জমি আবাদ করিয়া জমীদারেরা আপনাদের অবস্থা শোধরাইয়া লইলেন। শস্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং রেল-ওয়ে দ্বারা অন্তর্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজারও অনেকটা সুবিধা হইল। বেশী পরিমাণে শস্যের রপ্তানি হওয়ায় শস্যের বাজার একটু চড়ে এবং তাহাতেই প্রজারা দশ টাকা লাভ করিয়া আপনা-দের অবস্থার কিছু উন্নতি করে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে জমীদারদের অবস্থা যেরূপ স্থায়ীরূপে উন্নত হইল, প্রজাদের তেমন হইল না। ৫৯ সালের ১০ আইনের নিরীখের নিয়মে বাঙ্গালার প্রজা অস্থির। বিলাতের প্রজাদিগকে এ সকল লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহারা রাজবিধি দ্বারা প্রপীড়িত নহে।

আমরা এমন বলি না যে, বিলাতের প্রজার অপেক্ষা বঙ্গের প্রজার কিছু মাত্র বেশী সুবিধা নাই। বঙ্গে কোন ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া কোন ভুমি আবাদ করিলে তাহার তাহাতে দখলি সত্ব জন্মে এবং সে নিজে ইস্তফা না দিলে তাহার নিকট হইতে জমিদার সহজে জমি জমা ছাড়াইয়া

লইতে পারেন না। একজন প্রজা বিশ বৎসরের একটি জমার কবজ দেখাইতে পারিলে তাহাতে বেশী নিরিখ দিতে হয় না—এরূপ অনেক সুবিধা বঙ্গের প্রজার আছে। কিন্তু সকল নষ্ট করিয়াছে এক নিরিখের আইনে। গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে নাম মাত্র মধ্যস্থ হইয়া জমিদার প্রজার বিবাদ মিটাইতে চান কিন্তু তাহাতে প্রজার অনিষ্ট হয়, আর জমিদারের সহিত বিবাদ বাড়ে।

সুশিক্ষার দ্বারা প্রজার ধনবৃদ্ধি ও সাহস লাভ হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের অবস্থা এরূপ থাকিবে না, ইহা নিশ্চয় কথা। এক্ষণে দেশ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে দেশে ধন বৃদ্ধি হয়, এবং সাধারণ লোকদিগের অবস্থা উন্নত হয়, তাহা হইলেই জমীদার বাধ্য হইয়া প্রজার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিবেন। তখন আইনের দ্বারা ভূম্যাধিকারীকে রাইয়তের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করার আবশ্যক হইবে না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একতা শিক্ষা।

চুঁচুড়া নগরে এক পুলিস সাহেবের একটা কুকুরকে একটা দেশীয় কুকুরে মারিয়া ফেলে পুলিস সাহেব এক জন বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপর এই বলিয়া নালিশ করেন যে সে কুকুর নেলাইয়া দেয়। ইহা লইয়া তুমুল মোকদ্দমা হয়, সে মোকদ্দমায় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এরূপ একতা দেখাইয়াছিল যে তাহা অনুকরণীয়, সেই জন্য এই প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।

চুঁচুড়া সহরে এমন একটি বিদ্যালয় ছিল না যাহার ছাত্রেরা উল্লিখিত মোকদ্দমায় যোগ দান করে নাই—কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জাতির সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই একমনে এক প্রাণে এই মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছিল এবং আপন আপন সাধ্যমত অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে কেহই বিরত হয় নাই। প্রায় দুই শত টাকা ছাত্র দিগের নিকট হইতে চাদা উঠিয়া ছিল। কেবল হুগলী চুচুড়া বলিয়া নহে, কলিকাতার ছাত্রেরাও এই মোকদ্দমায় বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া-

ছিলেন। শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুল প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রেরা চাদা পাঠাইয়া ছিল। এক জন দুর্দ্দান্ত ইংরেজ সম্ভবত ভ্রম ক্রমে একটি অসহায় বালককে একটা গুরুতর অপরাধে দণ্ড দেওয়াইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, এমন সময় শত শত বঙ্গীয় যুবক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, অর্থবলে এবং বাহু বলে, তাঁহার কবল হইতে উক্ত অসহায় বালককে উদ্ধার করিয়া সকলের মুখ রক্ষা করিল----ইহা ভাবিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে? আমাদের ভরসা হইয়াছে যে যদি আমাদের দেশের প্রত্যেক মিথ্যা মোকদ্দমায় আমাদের দেশের লোকেরা এইরূপ একতা ও সহানুভূতি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিন মধ্যে এদেশ হইতে অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার ও পক্ষপাতী বিচারকগণের অবিচার, অতি শীঘ্র লোপ পাইয়া যায়; এবং কঠোর প্রাণ পুলিসের ভয়ে আর বঙ্গবাসীকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয় না।

কিন্তু এই একতা যদি ছাত্রদিগের মধ্যে না হইয়া বঙ্গীয় যুবক কর্ম্মচারী (যথা কেরাণী মাষ্টার

ইত্যাদি) দিগের মধ্যে হইত তাহা হইলে আমরা আরও আহ্লাদিত হইতাম। আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি যে, বঙ্গীয় যুবকেরা পাঠ্যাবস্থায় এক প্রকার থাকেন এবং পাঠ ত্যাগ করিয়া আর এক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাদের মনে সাহস, উদ্যম, সহানুভূতি, স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সমুদায় সদগুণই প্রায় অঙ্কুর অবস্থায় থাকে। কিন্তু পাঠ ত্যাগ করার পর আর একটি গুণের চিহ্নও তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে উক্ত সদগুণ সমুদায় মনোমধ্যে অবস্থিতি করিলে দেশের সমূহ উপকার হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়ে আমাদের যুবকবৃন্দেরা উহাদিগকে হারাইয়া ভীরু, স্বার্থপর, উদ্যমহীন, অলস, প্রভুর পদলেহন-রত এক প্রকার অদ্ভুত জীব হইয়া পড়েন। ইহারা পাঠ্যাবস্থায় নেলসনের নিকট সাহস, কাউপারের নিকট স্বদেশ প্রিয়তা, নেপোলিয়নের নিকট উদ্যমশীলতা প্রভৃতি যাহা কিছু শিক্ষা করেন, চাকুরে পুরুষ হওয়ার পর, তাহার সমুদায় বিস্মৃত হইয়া যান। তাহাতেই আমাদের এমন দুর্দ্দশা। এই যে

হুগলি সহরে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া ছিল, কয়জন চাকুরে পুরুষ ইহাতে যোগ দিয়া ছিলেন? এখানে যদিও দুই চারিজন প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু এই মোকদ্দমা বাঁকুড়া বা বীরভূমে হইলে এক জন চাকুরে পুরুষও ইহাতে যোগ দিতেন না এবং বিনা তদ্বিরে বালকের হয়ত গুরুতর দণ্ড হইত। যত দিন চাকুরে পুরুষদিগের চাকুরী অপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বেশী মায়া না হইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ইহাতে যে সকলকেই চাকুরী ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। চাকুরী কর তাহাতে আপত্তি কি? কিন্তু চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে কি দেশের ভাবনা ভাবিতে নাই?

উল্লিখিত মোকদ্দমায় যদি আমরা দুই চারিজন বড় লোককে যোগ দিতে দেখিতাম, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। আমাদের দেশের বড় লোকেরা যে কি অদ্ভুত জন্তু তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার প্রতি অত্যাচারই হউক, আর তুমি জেলেই যাও

বড় লোক তাহাতে হেলেনও না দোলেনও না। এই মোকদ্দমায় চারি আনা আট আনা করিয়া চাঁদা তুলিয়া যে দুইশত টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। চুঁচুড়া সহরের এক জন বড় লোক মনে করিলে হাসিতে হাসিতে এই টাকাটা দিয়া ফেলিতে পারিতেন। টাকা দেওয়া দূরে থাকুক মোক-দ্দমার বিষয়ই অনেকে বোধ হয় জানিতেন না। মধ্যবিত্ত লোকেরা যদি একতা শিক্ষা করিয়া স্বদেশের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ-পরিকর হন আর ধনী লোকেরা তাহাদিগের সহায় থাকেন, তাহা হইলে একটা সামান্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা এক জন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কোন প্রকার অত্যাচার করিলে আমরা অনতিবিলম্বে তাহার ন্যায়-সঙ্গত প্রতিফল দিয়া তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু চিরকালের জন্য উন্মীলিত করিয়া দিতেপারি। আমাদের অদৃষ্ট ক্রমে, সে সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটীবে না। আমাদের বড় লোকেরা যে প্রকার মৌন অবলম্বন করিয়াছেন এ মৌন ভঙ্গ করা সহজ নহে। তাঁহারা যে সুখ সাগরে ভাসিতে-ছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে টানিয়া তীরে

আনা অসম্ভব। তাঁহারা যে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন, তাহা কখন ভঙ্গ হইবে কি না সন্দেহ, অতএব তাঁহাদের নিকট কোন আশা নাই।

যাহা হউক উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর লোকেরা ছাত্রমণ্ডলীর সহিত যোগ না দিলেও, এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। ছাত্রেরা যে অধিনায়ক পাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়া ছিল।

এই মোকদ্দমায় আমরা কয়েকটী বিষয় জানিতে পারিয়াছি,—ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে একতা কাহাকে বলে তাহা বঙ্গীয় যুবক শিখিয়া কার্য্যে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। একতা থাকিলে সামান্য মনুষ্যের দ্বারাও এক্ষণে আমাদের দেশে অনেক কার্য্য হইতে পারে; এবং ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেবের যেরূপ অখণ্ড প্রতাপ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই।

বঙ্গে দেব দেবীর আরাধনা।

সম্ভবত পৌরাণিক সময় হইতে দেব দেবীর পূজা আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে। মুসলমানবাদ সাহেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই সকল পূজার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। ইংরেজেরা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন ও তাঁহারা দেব দেবীর বা কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য গ্রহণের অল্পকাল পরেই তাঁহাদের প্রদত্ত ইংরেজি শিক্ষার বলেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, বঙ্গে দেব দেবীর পূজার লোপ করিতে কতকগুলি লোক কৃত সঙ্কল্প হইয়া উঠেন। স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা বিধবা বিবাহ প্রভৃতির ধুয়া ধরিয়া কতক গুলি লোক দেশ সংস্কারক হইয়া পড়েন, তাঁহারা দেব দেবীর পূজা বন্ধ করিতে সাধ্যমত চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবীর উপাসনার অবনতি যাহাতে হয়, তৎপক্ষে ইহাঁরা বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত কালের, এত লোকের এত চেষ্টা বিফল হইয়াছে, বলিতে হইবে। বঙ্গে দেব দেবীর পূজা বন্ধ হয় নাই। দুই চারি জনে পূজা না করিলে ও না করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ বঙ্গবাসী আজি ও গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া দেব দেবীর পূজা করিতেছেন।

আমরা দেখি এই সকল পূজায় দুই শ্রেণীর লোক থাকেন, এক শ্রেণী সেকেলে লোক পরিপূর্ণ, অপর শ্রেণী নব্য সম্প্রদায়ে ভরা। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোকেরাই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া থাকেন—উভয় শ্রেণীর লোকের মনেরভাব বিভিন্ন। এই দুর্গা পূজার কথাই ধরুন। গ্রামের ঠাকুর দাদার চক্ষে শারদীয় পূজা এক প্রকারে দৃষ্ট হয়, আর নব্যসম্প্রদায় ইহা অন্য প্রকার চক্ষে দেখেন। ঠাকুর দাদার চক্ষে সন্ধিক্ষণে মা হাসেন উত্তর দিক হইতে মন্দমন্দ বায়ু বহে, বিজয়ার দিন মার মুখ কিছু ভারি ভারি দেখায়, চক্ষু দুটি ছল ছল করে। নব্য সম্প্রদায় সম্ভবত এ সকল কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি অন্য দিকে, তাঁহাদের ভাবনা অন্য বিধ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ

ভাবেন, সমস্ত বৎসর সাহেবের লাথি ঝাঁটা খাইয়া দ্বাদশ দিবস বিনা কষ্টে, পাঁচ জনের আদরে আহারাদি করিয়া, নবীন বস্ত্র পরিয়া, নবীন গৃহিণীর সহিত নবীন আলাপ—অতি মনোহর। যাহাতে এমন সুখ প্রদান করে সে পূজা থাকুক। কেহ কেহ ভাবেন, দুর্গা পূজার তিন দিবস বঙ্গের লোক শোক দুঃখ ভুলিয়া যায়, এই তিন দিন সন্তানের শোকে পিতার মুখ মলিন নহে, পিতার শোকে পুত্র কাতর নহে, দরিদ্র দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিজয়ার দিন লোকের শত্রু মিত্র প্রভেদ থাকে না, ধনী নির্দ্ধন ভেদ থাকে না, সকলেই মিত্র সকলেই ধনী। শক্তি সাধনের মূল তাৎপর্য্য বুঝিয়াও তিনি কতক পরিমাণে মোহিত হন, সুতরাং যাহাতে এই পূজা চিরকাল থাকে তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ যত্নবান। যিনি কিছু বেশী সংসারিক ও আয় ব্যয় বুঝিতে পটু, তিনি দেখেন এই পূজা উপলক্ষে গৃহস্থের অনেক বিষয়ে উপকার হয়, এই উপলক্ষে একবার সমস্ত গৃহ সামগ্রীর তালিকা লওয়া হয়, কোন্ দ্রব্য কত আছে, কোন্ দ্রব্য নাই, এই সমস্ত স্থির করা হয়;

এই উপলক্ষে হাঁড়ি কলসি ঝাঁটা প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে ক্রয় করা হয়, যে তাহাতে ছয় মাস চলিয়া যায়, সুতরাং তাহার মতে এমন পর্ব্ব মন্দ নহে। যিনি উহারই মধ্যে একটু স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তিনি দেখেন চারি পাঁচ মাস অনবরত পরিশ্রম করার পর মনকে একটু স্ফূর্ত্তি যুক্ত করা ভাল। কৃষকেরা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম করে। আশ্বিন মাসে আপনাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ ধান্য সকল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের মন স্বভাবতই আনন্দিত হয়, তাহাতে আবার এই সময়ে এই পূজার উৎসবে যোগ দেওয়ায় তাহাদের মনে অতিশয় আহ্লাদের উদয় হয় সুতরাং এ উৎসবের লোপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না। এই রূপে নানা জনে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া দুর্গা পূজা উঠাইয়া দেন না। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম তাহার অধিকাংশ কথা বঙ্গীয় সমস্ত পূজার সম্বন্ধে খাটে—খাটে বলিয়াই, বোধ হয়, ঐ সকল পূজা এখনও হইতেছে। এবং তাহাতে আমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট হইতেছে না।

আর এক কারণে বোধ হয়, দেব দেবীর পূজা দেশ হইতে লুপ্ত হইতেছে না। পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধিদাতা ইংরেজদিগের বুঝি কোন পর্ব্ব নাই; ইঁহারা এক মাত্র ঈশ্বরকে জপিয়াই নিশ্চিন্ত। ক্রমে বাঙ্গালি দেখিলেন তাহা নহে আজি কি? রাজ্ঞীর জন্ম দিন। আজি কি? নববর্ষ। আজি কি? গুড-ফাইডে। এইরূপ নানা পর্ব্ব ও পর্ব্বোপলক্ষে সাহেবদিগের আমোদ প্রমোদ দেখিয়া বাঙ্গালি ভাবিলেন, যদি সাহেবরাই এই সকল পর্ব্বে আমোদ করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহারা বড় দিনে পুষ্পমালায় আপনাদের ভজনালয় সাজাইতে লাগিলেন, তবে আমরা কেন পর্ব্ব উপলক্ষে আমোদ না করি। আমরা কেন বৈশাখের প্রথম দিবসে বিল্ল ডালপরিশোভিত মহাদেবের মন্দিরে বসিয়া নুতন পঞ্জিকার হর পার্ব্বতী সংবাদ শ্রবণ না করি এবং সরস্বতী পূজার দিনে, এক শত পদ্ম দিয়া বীণাধারিণীর পূজা না করি এবং শ্বেত চন্দনে পুত্রের কপাল রঞ্জিত করিয়া তাহার হস্তে খড়ি না দিই। যে কারণেই

হউক, বঙ্গে দেব দেবীর পূজার লোপ হয় নাই লোপ হওয়া প্রার্থনীয়ও নহে।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালির অশ্রদ্ধা।

(আমাদের দেশের যুবকদের বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই পত্র খানি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।)

মহাশয়, একদা রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত আমরা কয়েক জন ভদ্র বংশীয় যুবক একত্রিত হইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির করিয়াছি, যে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা আমাদের পাঠোপযোগী নহে। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মাসিক পত্র বা পুস্তকে এমন সকল বিষয় থাকে না, যাহার জন্য আমরা মস্তিষ্ককে কষ্ট প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা আমাদিগকে যে মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না, বলিয়া দুঃখিত নহি। সত্যকথা বলিতে কি, বাঙ্গালা লিখিতে বা বাঙ্গালা পড়িতে আমাদের লজ্জা অনুভব হইয়া থাকে। যখন আমরা স্কুলডিপার্ট-মেণ্টে পাঠ করি, তখন বরং ইংরেজি বুঝিতে অক্ষমতা হেতু বাঙ্গলা পড়িয়া থাকি, কিন্তু

কালেজ ডিপার্টমেণ্ট উঠিয়া অবধি বাঙ্গালার নাম করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কলেজ ডিপার্টমেণ্টে উঠিয়াও অল্প বুদ্ধি প্রযুক্ত বাঙ্গালা ভাষায় দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অবশ্য বিশ্বাস থাকে (এবং বিশ্বাস থাকিবারও কথা) যে তাঁহাদের লেখা বাঙ্গালায় ভুল থাকিতে পারে না। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশত সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাঁহাদের লেখার ভুল বাহির করিয়া ফেলেন—তখন তাঁহাদের মনের মধ্যে বিষম ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা মনে করেন, কি আমরা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের এতবড় লজিক খানা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম, সেক্সপিয়রের নাটক সমুদায়ের সার অংশ সরল ইংরাজিতে লিখিয়া প্রফেসরের নিকট বাহাবা পাইলাম—আমাদের বাঙ্গালায় ভুল! এমন পাজি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে নাই। আপনারা এইরূপে সামান্য ভুল ধরিয়া অনেক কৃতবিদ্য লেখক হারাইয়াছেন এবং আপনাদের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইয়া দিয়াছেন। দেখুন আমাদের ছোট লাট সাহেব যাঁহার নিকট আপনারা বিদ্যা বুদ্ধিতে

কোথায় লাগেন—তিনি বলিয়াছেন, যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল ইংরেজি সংবাদপত্রে লিখিত বিষয় সকল লইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন; তাঁহার কথা আমরা অবশ্য মানিব। বাস্তবিকই সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে যে বিষয় ইংরেজি সংবাদ পত্রে বাহির হয় ডিসেম্বর মাসে তাহার আলোচনা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠে ফল কি? বিশেষ ইংরেজি পাইলে আর বাঙ্গালা সুশিক্ষিতদিগের পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইংরেজি সংবাদপত্র কেমন বিশুদ্ধ ভাষায় জলজলে অক্ষরে ছাপা হয়, দেখিলেই পাঠ করিতে ইচ্ছা করে। বাঙ্গালা কাগজের অক্ষর প্রায়ই ফোটে না, ভুলের ত কথাই নাই, কোন্ অক্ষর কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই। বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা পরিশ্রম করিয়া প্রুফ দেখিতে ও পারেন না। ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ ভিন্ন যে কোন বিষয় আপনারা লেখেন, তাহাই অপাঠ্য হয়। আপনাদিগের কাগজে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সধবা রমণী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করি। আমাদিগের একজন পরম বন্ধু

আপনাদের কাগজের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ভূতত্ত্ব সার সংগ্রহ কেন? ফসিল কথাটা যদিও সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অবৃজ শিলা, গর্ভজ-শিলা, আগ্নেয় শিলা প্রভৃতি কে বুঝিতে পারে? যাহা বুঝিতেই পারা যায় না, তাহা পাঠে ফল? আপনারা মাঝে মাঝে চুট্‌কি লিখিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় আপনারাই বুঝিতে পারেন। আমরা পারি না—পারিবার চেষ্টাও করি না, চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ করি না, ইংরেজিতে ত চুট্‌কি বাহির হয় না। যাহা ইংরেজিতে নাই, তাহা বাঙ্গালায় থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

যাহা হউক আমরা পরামর্শ দিই, আপনারা ইংরেজি লিখিতে আরম্ভ করুন, মান, যশ; ধন সমস্তই লাভ হইবে। রাজপুরুষেরা খাতির করিবেন, দুইটা মিথ্যা কথা লিখিলে কেহ কিছু বলিবে না—আর যারপর নাই কথা আমরা আপনাদিগের কাগজ পড়িব। যদি একান্তই আমাদিগের কথা না শুনেন তবে আমাদের সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ কদাচ লিখিবেন না। আমাদিগের উন্নতি অব-

নতির কথা আমরা ভাল বুঝি, তজ্জন্য আপনা-দিগের চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।

পরিশেষে বলা ভাল, উপরে যে ১২টা পর্য্যন্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তর্ক বিতর্কের কথা বলা হইল, তাহা বাঙ্গালা ভাষার হিত কামনা করিয়া বা বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশায় আমরা বিশেষ কাতর বলিয়া, করা হয় নাই। গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত ও ঘরে ছারপোকা মশকের দৌরাত্ম্যে নিদ্রা না হওয়ায় অত রাত্রি জাগরণ করা হইয়াছিল, এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর বলিয়া, তর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল।”

না বলিলেও চলে যে বাঙ্গলা ভাষায় আমাদের দেশের যুবকদিগের শ্রদ্ধা হউক এই উদ্দেশে এই পত্র প্রকাশিত করিলাম। বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের আদরের ধন তাই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কামনা করিয়া ~~এই পুস্তক~~ শেষ করিলাম।